গাজায় ১৪শ বছরের পুরনো মসজিদ ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

সারে-জমিন

কংগ্রেস নিজে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে: অধীর

রূপসী বাংলা

২০২৩ সালে গ্লোবাল সাউথের উত্থান

সম্পাদকীয়

বাগদাদের অবিস্মরণীয় সেই লাইব্রেরি বাইতুল হিকমা

রবি-আসর

ভুল শুধরে ছন্দে ফিরতে চায় ভারত

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৪ পৌষ ১৪৩০
১৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 353 ■ Daily APONZONE ■ 31 December 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


**প্রথম নজর**

## মাধ্যমিকের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ

**আপনজন ডেস্ক:** এ বছর থেকে মাধ্যমিকের প্রতিটি পরীক্ষার সিসিটিভি ফুটেজ ফল না বেরনো পর্যন্ত সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার আরও সতর্ক হচ্ছে পর্ষদ। তাই এবছর থেকে মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতমূলক করার পাশাপাশি স্কুলগুলিকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ পর্ষদের।
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে বলা হয়েছে, আগামী বছর পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ওই সিসিটিভি ফুটেজগুলি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এই মর্মে স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ পাঠিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রতিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফুটেজ সংরক্ষিত করতে হবে।

ইসলামিয়ায় সুপার স্পেশালিটি সিস্টেমের উদ্বোধন

# ধর্ম জোর করে, ভয় দেখিয়ে করানো যায় না: ফিরহাদ

**আপনজন ডেস্ক:** আমরা সেবায় বিশ্বাস করি। রামকৃষ্ণের আদর্শ মেনে যত মত তত পথ বিশ্বাস করি। ওখানে যা হচ্ছে সেটা মরণকালে হরিনাম। শনিবার যে অমৃত ভারত ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরোও বলেন,আমার এক দাদা কাল বন্দে ভারতে এল। বলল ট্রেন যত স্পিডে চলছে লাইন সেভাবে তৈরি নয়। ট্রেন থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছে। আগে যাত্রী সুরক্ষায় জোর দিন। সেলফি তোলা ছেড়ে পরিকাঠামো গড়ে তুলুন, মন্তব্য ফিরহাদের।
কলকাতা পৌরসভার মেয়র শনিবার ইসলামিয়া হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি সিস্টেমের উদ্বোধন করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সবাইকে নিয়ে পথ চলা হবে। ধর্ম জোর করে, ভয় দেখিয়ে, চমকে করানো যায় না। ভালোবাসার মধ্যে কি বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করলে সেটাই বড় ধর্ম, মন্তব্য ফিরহাদের।
মমতা ব্যানার্জির কাজ যাতে দেশের কাছে প্রচার না পায় তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে ট্যাবলো বাদ দেওয়া হয়েছে। ওরা ভয় পাচ্ছে। মমতার কাজ প্রচারে এলে মোদীর ওপর মানুষ বিশ্বাস হারাবে। প্রজাতন্ত্র

দিবসে পশ্চিমবঙ্গর ট্যাবলো বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে, এই মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম।
শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম। মানুষকে আরো সচেতন হতে হবে। কয়েকটা বেআইনি বাড়ি নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে। আমরা সপ্তাহে ৩০ টি বাড়ি ভাঙার নোটিশ দিচ্ছি।
মেয়র বলেন, টালিগঞ্জ টিপু সুলতানের পরিবারের অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। সেটা স্থানীয় কিছু মানুষ দখল করে নিয়েছে। ওয়াকফ বোর্ড আমাদের নোটিশ করেছে। যতক্ষণ আমরা অনুমতি দিলে তারপরে তারা অনুমতি দেবে।বিপ্লব যতীন দাসের বাড়ি প্রমোটিং করার চেষ্টা চলছে। তার উত্তরে তিনি জানান, যদি হেরিটেজ কমিটি অনুমতি না দেয় তবে কেউ ভাঙতে পারবে না ।শনিবার ১৫ নম্বর বোরোতে ৪৩২ টি পুকুর রয়েছে তার তালিকা প্রকাশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান যে সমস্ত পুকুর কে ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হল সেগুলো যাতে বোঝানো না হয় তাতে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও বামফ্রন্ট আমাকে ৪৫০ টি পুকুর বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মেয়র। যারা স্থানীয় ভাবে পরীক্ষা করে জানিয়ে ছিল সেই রেকর্ডের অনুযায়ী সেই পরিসংখ্যান আছে। তখন কিছু ছিল না রেকর্ড। এখন আমরা দৌড়ে যাচ্ছি বলে সার্ভে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে বলে জানান মেয়র।

# সুনেহরি বাগ মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইমাম

**আপনজন ডেস্ক:** দিল্লির সুনেহরি বাগ মসজিদের ইমাম শনিবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ওই এলাকায় যানজটের কারণে মসজিদ ভাঙার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।
২৪ ডিসেম্বর নয়া দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এনডিএমসি) জারি করা একটি পাবলিক নোটিশে মসজিদ ভাঙার বিষয়ে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আপত্তি ও পরামর্শ চেয়েছিল। তাকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী আবদুল আজিজ দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিচারপতি মনোজ জৈনের অবকাশকালীন বেঞ্চ এনডিএমসির আইনজীবীর আশ্বাসের পরে আবেদনটি ৮ জানুয়ারি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে কিছুই ঘটবে না, কারণ এই পদক্ষেপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি (এইচসিসি) দ্বারা নেওয়া উচিত।
এনডিএমসির আইনজীবী বলেন, এখন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে এইচসিসিকে, আমাদের নয়। আমাদের শুধু পরামর্শ চাইতে হবে। এইচসিসির অনুমতি ছাড়া আমি একটি ইটও স্পর্শ করতে পারি না।
আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, তিনি এই পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য চাপ দিচ্ছেন না। তিনি যুক্তি দেন, আইনটি

এনডিএমসিকে কোনও ঐতিহ্যবাহী কাঠামো অপসারণের ক্ষমতা দেয় না। তিন আরও বলেন, আদালত রোস্টার বেঞ্চের সামনে পিটিশনটি তালিকাভুক্ত করতে পারে। তাদের নির্দেশনা নিতে দিন। আমি কোনও স্থগিতাদেশ চাইছি না।
অন্যদিকে, দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের পরিবর্তে ইমামের পিটিশন দায়ের করার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। ইমামের আইনজীবী বলেন, সুনেহরি বাগ মসজিদ একটি কার্যকরী মসজিদ হওয়ায় তিনি সেখানে নামাজপাঠ রক্ষা করার জন্য এই পিটিশন দায়ের করেছেন। পিটিশনে বলা হয়েছে, মসজিদটি ১৫০ বছরেরও বেশি পুরনো এবং এটি একটি ঐতিহ্যবাহী ভবন যা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতীক।
বায়ু ভবন, শিল্প ভবন এবং শিল্প ভবন মেট্রো স্টেশন সহ বিভিন্ন সরকারি ভবন গুলি যে এলাকায় সেকানে সুনেহরি বাগ মসজিদের অবস্থান। তাই এই অঞ্চলে যানবাহন চলাচল বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে।

# ‘শাহেনশাহর’ মূর্তিযুক্ত ছবি, নাকি সহজে রেল ভ্রমণ চায় মানুষ: রাহুল

**আপনজন ডেস্ক:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আকৃতির কাটআউট যুক্ত রেল স্টেশনে সেলফি বুথ স্থাপন নিয়ে সরকারের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তোলেন, মানুষ কি সহজে রেল ভ্রমণ করতে চায় নাকি ‘শাহেনশাহের মূর্তি’ যুক্ত ছবি চায়? হিন্দিতে এক পোস্টে রাহুল বলেন, ‘গরিবো কি সাওয়ারি’র প্রতিটি শ্রেণির ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ভারতীয় রেলের। এমনকি বয়স্কদের দেওয়া ভাড়া ছাড়ও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ানো হয়েছিল এবং বেসরকারিকরণের দরজা খোলা হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ থেকে যে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তা কি সেলফি স্ট্যান্ড বানানোর জন্য ছিল? ভারতের মানুষ কী চায়? সস্তা গ্যাস সিলিন্ডার এবং সহজ রেল ভ্রমণ? নাকি ‘শাহেনশাহের মূর্তি’ দিয়ে ছবি? কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, রেলস্টেশনে মোদির ছবি সম্বলিত সেলফি বুথ স্থাপন করদাতাদের অর্থের ‘নির্লজ্জ অপচয়’।
খড়্গে তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনের অধীনে প্রাপ্ত একটি উত্তরের একটি অনুলিপিও শেয়ার করেছিলেন, যেখানে সেন্ট্রাল রেলওয়ের অধীনে যে স্টেশনগুলিতে অস্থায়ী এবং স্থায়ী সেলফি বুথ স্থাপন করা হয়েছে তার তালিকা রয়েছে।
অন্যদিকে, রাহুল গান্ধিকে চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য আবেদন করেছেন, কংগ্রেসের নতুন ভারত ন্যায় যাত্রার প্রস্তাবিত রুটে কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।


# মারকি অ্যাকাডেমি

(মিশন)

Under The Management of Mercy Educational And Welfare Trust

ইসলামী ভাবাদর্শে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৩৪ নং জাতীয় সড়ক, দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়
পেট্রোল পাম্পের সামনে, কালীগঞ্জ, নদিয়া

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নার্সারী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

হিফজ বিভাগ

বালক-বালিকা পৃথক ব্যবস্থা (আবাসিক, মহিলা হাফিজা দ্বারা মেয়েদের কুরআন হিফজ করানো হয়)
তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক (বালক)

ভর্তি চলছে

নার্সারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অনাবাসিক (বালক/বালিকা) বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি প্রাধান্য

Tarbiyah Cambridge International School

An English Medium School (CBSE Curricullam) with Arabic

ADMISSION OPEN-2024

পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠনের সঙ্গে আরবী, হিফজ, হিন্দি এবং সিবিএসই কারিকুলাম
২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি
এলইডি টিভি এবং প্রজেক্টর
স্পোকেন ইংলিশ ও অ্যারাবিক

Play Group to Class II

আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই

বিষয়: আরবী, ইংরেজি এবং অভিজ্ঞ কুরআনে হাফিজ/হাফিজা। এছাড়াও ইসলামিক আদর্শে একজন অফিস ইনচার্জ ও গেটম্যান প্রয়োজন।
বিস্তারিত জানতে কথা বলুন:
৭৮১১৮৫৩০৬৯

Office: 7811853069 Contact: 9093969444



ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

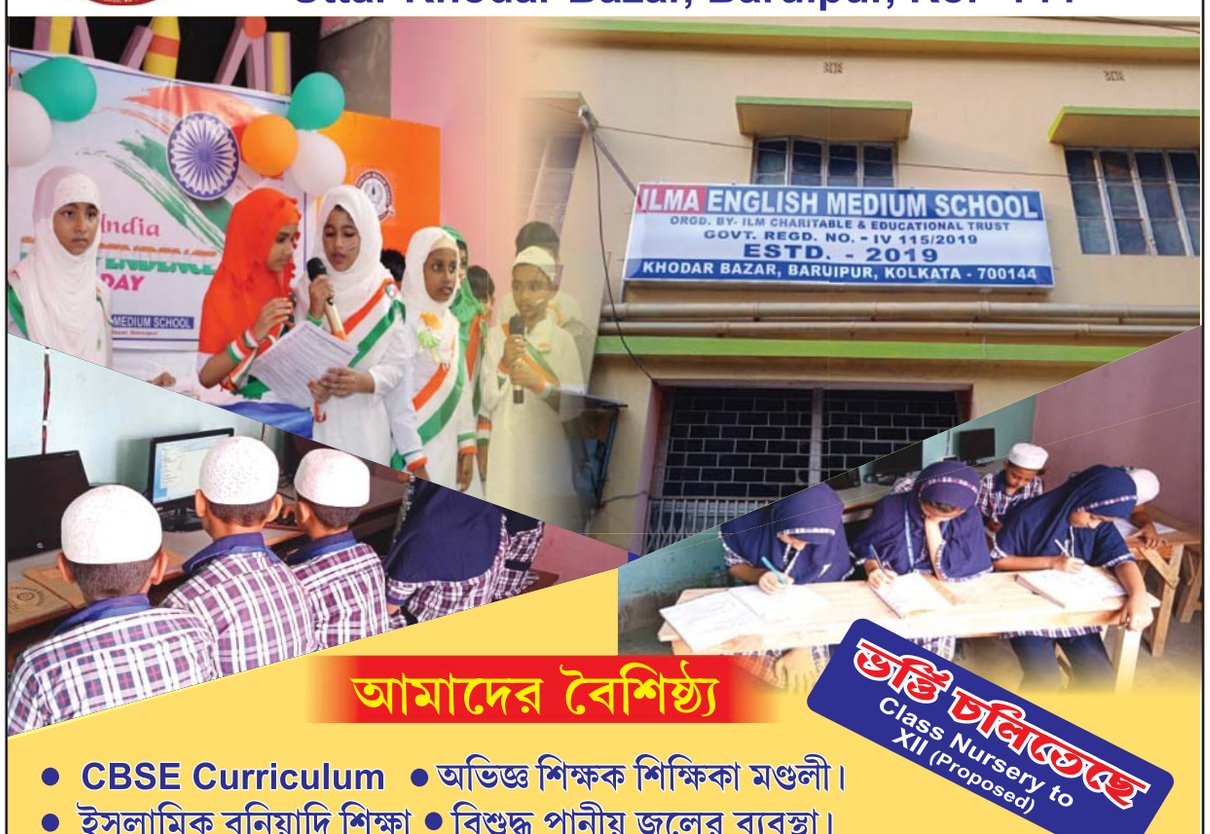


ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

## প্রথম নজর

### বনধ সফল করতে পথে আদিবাসী সেঙ্গেল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** সারনা ধর্মের স্বীকৃতির দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বনধ সফল করতে পথে নামলো আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। তবে বনধে একপ্রকার মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা গেল জেলা জুড়ে। এদিন কোন বেসরকারি পরিবহন রাস্তায় না নামলেও রাস্তায় নামে সরকারি পরিবহন। তবে যাত্রীর পরিমাণ অন্যান্য দিনের থেকেই অনেকটাই কম ছিল। অন্যদিকে, বালুরঘাটে বনধ সমর্থনকারীদের সেভাবে দেখা না মিললেও বেশ কিছু দোকানপাট বন্ধ ছিল। শহরের বড় বাজারে দোকানপাট খোলাই ছিল। অন্যদিকে, হিলি মোড় এলাকায় যাতে কোনরকম পিকেটিং বনধ সমর্থনকারীরা করতে না পারেন সেই জন্য সেখানে সরজমিনে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। তবে এদিন সকালে শুরু হওয়া বনধ সফল করতে রেললাইনে নেমে পড়েন আদিবাসীরা। তার ফলে স্টেশনে দাঁড়িয়ে পরে বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস ট্রেন। ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রীরা।

### স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সেবা কর্মসূচি

এম মেহেদী সানি ● মছলন্দপুর

**আপনজন:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মসলন্দপুরের 'উৎসর্গ' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বস্ত্র বিতরণ ও গুণীজন সংবর্ধনা। সাধারণ মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করতে এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠান থেকে। একদিকে যেমন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনদের সংবর্ধিত করা হয় তেমনি এলাকার অসহায় দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার প্রধান সোহম পান্ডে জানান, 'সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকি, বছরের বিভিন্ন সময় আমাদের উদ্যোগে পঁচিশটিরও বেশি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি অসহায় মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে আমরা হাসপাতালের বেডে গিয়ে রক্ত দান করে সহায়তা করি।' আগামী দিনে তাদের একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান সোহম।

# কংগ্রেস নিজে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে, অধীরের মন্তব্যে বিতর্ক

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

**আপনজন:** রাজ্যে যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানেই লড়বে কংগ্রেস' সাফ জানিয়ে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী । লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট ঘিরে জটিলতা এসে গেল প্রকাশ্যে। প্রসঙ্গত গত বৃহস্পতিবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সারা দেশে ইন্ডিয়া থাকব। বাংলায় তৃণমূল লড়বে।' তৃণমূলনেত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই আলোচনা চলছে যে, বাংলায় একাই লড়বে তৃণমূল। সুত্রের খবর যদিও ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জেতা বহরমপুর এবং মালদা (দক্ষিণ) আসন দু'টি ছাড়া বাকি কোনও আসন তাদের ছাড়া হবে না বলে তৃণমূলের তরফে একপ্রকার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর পরই শনিবার প্রদেশ কংগ্রেসের নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন অধীর চৌধুরী। জানিয়ে দিলেন যে, বাংলায় যেখানে কংগ্রেস রয়েছে, সেখানে তারা লড়বে।

শনিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে অধীর বলেন, 'মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে বার বার হারিয়েছি, মালদহে হারিয়েছি। যেখানে কংগ্রেস আছে সেখানে লড়বে, জিতবে। আমরা লড়েছি, লড়ছি, লড়ব।' এর পরই মমতাকে নিশানা করে অধীর বলেছেন, 'দিদি সব জায়গায় ঠিক করছে মোদীর বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবেন। এই নাটক দেখতে আমরা অভ্যস্ত। মাথা মুণ্ড নেই। তাছাড়া দিদিই জোটের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। দিদি নিজেই জোট চান না। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। বাংলায় কংগ্রেস নিজের লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছি। কে এল, গেল, যায় আসে না।'

যদিও বর্তমান বাংলার রাজনীতিতে বাম কংগ্রেস জোট আরো শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছেন রাজনীতিবীদরা।

# শাসনে দুয়ারে শিবিরে রক্তদান কর্মসূচি

ইসরাফিল বৈদ্য ● শাসন

**আপনজন:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত-২ ব্লকের শাসন পঞ্চায়েত এলাকায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠান ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল নজরকাড়া। কেন তিনি এই ধরনের উদ্যোগ নিলেন?
এই প্রশ্নের উত্তরে উদ্যক্তরা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন আগে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প নিয়ে তার গুরুত্ব সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন এই ধরনের ক্যাম্পে বহু সাধারণ মানুষ নানা প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিতে আসেন। সেখানে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলে সাধারণ মানুষ রক্তদান শিবিরের গুরুত্বের কথা বুঝতে পেরে নিজেদের মহামূল্যবান রক্তদান করার সুযোগ পাবে।এর ফলে শীতকালে ব্লাড ব্যাংক গুলিতে যে রক্তের ঘাটতি দেখা দেয় তা পূরণ হতে পারে অনেকটা। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে অষ্টম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। আর সেই মতো শাসন ইউনিয়ন হাই স্কুল মাঠে আয়োজন করা হয় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। শনিবার উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী শম্ভুনাথ ঘোষ, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শেখর সেন, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সুরিত মল্লিক, স্থানীয় প্রধান মৌসুমী ঘোষ, উপপ্রধান জিয়াউল জনপ্রতিনিধি মমতা সরকার,সাহাবুদ্দিন আলি, হাফিজুর ইসলাম সহ বিশিষ্টজনেরা।

# ঝাঁটা হাতে কাউন্সিলরদের নিয়ে পুর প্রধানের সাফাই শুরু বিষ্ণুপুর মেলায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** বিষ্ণুপুর মেলা শেষ সাফাই শুরু । ঝাটা হাতে কাউন্সিলরদের নিয়ে পুর প্রধান সাফাই শুরু করলেন বিষ্ণুপুর মেলা প্রাঙ্গণে । ঐতিহ্যের বিষ্ণুপুর মেলা । শেষ হয়েছে শুক্রবার । শনিবার সকালে মেলা চত্বর সাফাই অভিযানে ঝাপিয়ে পড়ল বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সহ কাউন্সিলররা । এদিন সকালে থেকে বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান হাতে ঝাটা নিয়ে কাউন্সিলরদের নিয়ে বিষ্ণুপুর মেলা প্রাঙ্গন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।
সকাল থেকে বিষ্ণুপুর মেলা প্রাঙ্গনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পড়ে থাকা পাতা নোংরা আবর্জনা সাফাই করা হয় । এই সাফাই এর মধ্যে দিয়ে বিষ্ণুপুরবাসীকে বিষ্ণুপুর শহর কে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা রাখার বার্তা দিলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ।
তবে বিষ্ণুপুর পৌরসভার পুর প্রধানের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি । বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান , তৃণমূল কংগ্রেসের এটা নাটক ছাড়া আর কিছুই নয় । এই নাটক দেখতে হয়ে পরেছে অভ্যস্ত মানুষ তাই এখন আর এসব দেখতে চায় না সাধারণ মানুষ ।

# বেতন বৈষম্য, নিরাপত্তারক্ষীদের অবস্থান বিক্ষোভ খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

**আপনজন:** বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের আওতাধীন এলাকায় রয়েছে দুটি খোলা মুখ কয়লাখনি।যার মধ্যে একটির অবস্থান গঙ্গারামচক মৌজায় এবং অপরটি কৃষ্ণপুর- বড়জোড় মৌজায়।দুটি ক্ষেত্রেই কয়লা উত্তোলনের বরাত পায় ডাব্লিউ বি পি ডি সি এল কতৃপক্ষ।খোলা মুখ কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলন হয়ে ডাম্পার পরিবহনের মাধ্যমে হজরতপুর রেলওয়ে সাইডিং এ মজুদ করা হয়।সেখান থেকে মালগাড়িতে কয়লা লোডিং করে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ সহ অন্যত্র সরবরাহ করা হয়।
হজরতপুর সাইডিং এলাকায় ২০২০ সাল থেকে ভজন টেকনোলজি প্রাইভেট কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে দায়িত্বে থাকা ২৪৬ জন সিকিউরিটি কর্মী নিজেদের বেতন বৃদ্ধি,পে- স্লিপ,বাৎসরিক বোনাস ও স্থায়ী নিয়োগপত্রের দাবীতে

বিক্ষোভ করে কাজ বন্ধ দেয় শুক্রবার সকাল থেকে।সাইডিং সিকিউরিটি কর্মী মনোজ চক্রবর্তী ও মুনোয়ার আহম্মদ জানান তারা গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই একগুচ্ছ দাবিতে কাজ বন্ধ করে আন্দোলন শুরু করেছেন।বিষয় টি তারা লিখিতভাবে প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছেন।তারা আরো জানান যে,এই খয়রাশোল ব্লকের অন্য সাইডিং এ সিকিউরিটি কর্মীদের বেতন আমাদের থেকে অনেক বেশি, যা প্রায় দ্বিগুণ।এই বেতন বৈষম্যের শিকার তারা।তাদের দাবী না মানলে,আন্দোলন আরও জোরদার হবে।
এই বিষয়ে কয়লা উত্তোলককারী সংস্থার পক্ষ থেকে কোন সাড়া এখনো পাওয়া যায়নি বলে সর্বশেষ খবর।যদিও তৃনমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি ব্লক নেতৃত্ব বিক্ষোভকারীদের সাথে আলোচনা করতে গেলে বিক্ষোভকারীরা কর্ণপাত করেননি। যারফলে এখানেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ছায়া দেখা যাচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

# বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির সাহিত্যের ডাইরেক্টরি প্রকাশ

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

**আপনজন:** বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে কলকাতা ৪/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অবস্থিত মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যিক ডাইরেক্টরি প্রকাশ ও আলোচনা সভা।উক্ত আলোচনা সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা তথা পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যিক ডাইরেক্টরি" সম্পাদক এম রুহুল আমিন জানান ,- সংখ্যালঘু,দলিত, আদিবাসীসহ পিছিয়ে পড়া সমাজের বিশেষ করে উদীয়মান ও নিভৃতচারী সাহিত্যিকদের একটি সুনির্দিষ্ট প্লাটফর্ম তৈরি করা । উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, -বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, মুন্সী আবুল কাশেম, অধ্যাপিকা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী-লেখিকা মীরাতুন নাহার, কিংবদন্তি অধ্যাপক ও লেখক সুরঞ্জন মিদ্দে, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমাজসেবী সাইফুল্লাহ শামিম, বিশিষ্ট লেখক সৌমিত্র দস্তিদার, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবী আব্দুর রশিদ, সাহিত্যিক ডাইরেক্টরি কমিটির সভাপতি রমজান আলি, সাহিত্যিক ডাইরেক্টরি কমিটির সম্পাদক এম রুহুল আমিন, প্রিন্সিপাল শেখ কামাল উদ্দিন, কবি তৈমুর খান,একরামুল হক শেখ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্যিক ও গুণীজন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ থেকে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া "সাহিত্যের ডাইরেক্টরি"। সঙ্গীত, কবিতা পাঠ আর বক্তব্যে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন।উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের সেরা জেলা কো-অর্ডিনেটর পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় উঃ ২৪পরগনার সর্বানী বেগম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ওহায়েদ মির্জাকে। প্রায় প্রত্যেকের আলোচনায় উঠে এসেছে,- সংখ্যালঘু, দলিত আদিবাসীসহ পিছিয়ে পড়া জাতির উত্তরণের জন্য বর্তমানে আবশ্যক হয়ে উঠেছে সুস্থ সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ । বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির কর্মকর্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত লেখক অধ্যাপক ও গুণীজনেরা। এই দিনে কবি আসাদ আলীর কাব্যগ্রন্থ 'শিকড় থেকে শিখরে' ও আকমল হোসেনের প্রবন্ধ গ্রন্থ, মহঃ রফিকুর রহমানের কবিতার গৃহস্থালী প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বেলা প্রায় দুটো নাগাদ আর শেষ হয় পাঁচটা নাগাদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেখ জাহির আব্বাস।

# সম্প্রীতি সম্মান নবীন গবেষক মিরাজুলকে

আলম সেখ ● কলকাতা

**আপনজন:** নিরক্ষর পিতামাতার অষ্টম শ্রেণিতে ফেল করা ছেলেটি আজ উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষক। মা মাসুরা বিবি স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে মিরাজুল মাধ্যমিক পাস করবে সেই ছেলে আজ নবীন গবেষক হিসেবে সম্মানিত হলেন কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায়।গতকাল ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩, সম্প্রীতি আকাদেমি আয়োজিত ফাদার দ্যতিয়েনের শততম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনাসভা, সম্মাননা ও পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায়। ফাদার দ্যতিয়েনের বিস্ময় গবেষণাগ্রন্থ নিয়ে বক্তব্য রাখেন সাধনা করালী, বিভাস ভট্টাচার্য, শ্রুতি গোস্বামী, দিলীপ রোজারিও, মন্দার মুখোপাধ্যায়, স্নেহাশিস সুর প্রমুখ। সভায় প্রকাশিত হয় সুরঞ্জন মিদ্দে সম্পাদিত 'নান্দনিক' প্রকাশিত 'ফাদার দ্যতিয়েন চর্চা, উপস্থিত থাকেন চিন্ময় গুহ, শামিম সাইফুল্লা প্রমুখ। এবং সম্প্রীতি সম্মানে সম্মানিত করা হয় মিরাজুল ইসলামকে। সম্প্রীতি সাহিত্য তুলে দেন ড. সাধনা করালী। সম্প্রীতি আকাদেমির সম্পাদক তথা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে মিরাজুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবন যাত্রার বর্ণনা দেন কিভাবে নিরক্ষর পরিবারে জন্ম নিয়ে, অষ্টম শ্রেণিতে ফেল করে নিজের মনের জোরে ও পিতামাতার অনুপ্রেরণায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের পর দেওয়ান আব্দুল গনি খান কলেজ থেকে বাংলা সাম্মানিক নিয়ে স্নাতক। তারপরে উচ্চশিক্ষা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্তমানে কাজী নজরুল ইসলামের গদ্য সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় রত।

# রাস্তার সূচনা কালিয়াচকের মণ্ডলপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

**আপনজন:** কালিয়াচক-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আব্দুল মন্ডল পাড়ার গিয়াসু মোড়ে প্রায় ২০০ মিটার রাস্তার কাজের সূচনা করলেন। মূরত কালিয়াচক-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম জনপ্রতিনিধি শেখ সাহাবুদ্দিন আলম এর উদ্যোগে এই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা সকলেই বলেন, এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় ছিল এবং বর্ষাকালে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যাওয়ায় যাতায়াতে সকলের ভোগান্তি হচ্ছিল। কালিয়াচক-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম সদস্য শেখ সাহাবুদ্দিন আলম বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান আমার ৪১ নম্বর আসনের আলিপুরের প্রধান রাস্তা অর্থাৎ গিয়াসু মোড়ে প্রায় ২০০ মিটার রাস্তার কাজ চালু করা হল। এই রাস্তা আলিপুর তথা মহেশপুর, শেরশাহী, লক্ষিপুর, মোজমপুরের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। রাস্তার কাজ শুরু হতেই সর্বসাধারণের মধ্যে খুশির বাতাবরণ দেখে আবেগী হয়ে পড়লাম। আগামীতে আরও বেশকিছু রাস্তার কাজ চালু হবে।

# ভালুকা ফরেস্ট থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার,খুন নাকি আত্মহত্যা তদন্তে পুলিশ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর,

**আপনজন:** শনিবার সাত সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা ফরেস্ট থেকে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।খুন নাকি আত্মহত্যা তদন্তে নেমেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত ওই কিশোরের নাম নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৪)।বাড়ি রতুয়া থানার বাটনা এলাকায়।জানা গিয়েছে,এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ফরেস্টের ভেতরে একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান।খবর দেওয়া হয় ভালুকা ফাঁড়িতে।খবর পেয়ে ভালুকা ফাড়ির পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,সে কয়েকদিন আগে স্থানীয় দেগুণ গ্রামে তার নানির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। শুক্রবার রাত থেকেই সে নিখোঁজ ছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।তারপর এদিন সকালে স্থানীয় লোক মারফত জানতে পারে ভালুকা ফরেস্ট এলাকায় ছেলেটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।যদিও পরিবারের লোকেদের দাবি এটা কোন আত্মহত্যার ঘটনা নয়।পরিকল্পিতভাবে কেউ বা কারা ছেলেটিকে খুন করেছে।পুলিশ তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে। এ প্রসঙ্গে ভালুকা ফাড়ির পুলিশ জানিয়েছে,খুন না আত্মহত্যা সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### দুদিনের সফরে কলকাতায় আরএসএস প্রধান ভগবত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

**আপনজন:** দুদিনের সফরে শনিবার কলকাতা এলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত। কলকাতায় একাধিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার কর্মসূচি রয়েছে তার। শনিবার দুপুরে কলকাতায় পা রাখেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত। শনি ও রবিবার কলকাতায় একাধিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পর্ব চলবে তার। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই বঙ্গ সফরে এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।
কলকাতায় বিজেপির দলীয় নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তারা। এরপরই কলকাতা সফরে এলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত। কলকাতায়, কল্যাণ চৌব, প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস, অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জির সাথে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে তার। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে ভগবত গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন আরএসএস প্রধান। রবিবারই তার কলকাতা থেকে ফিরে যাবার কথা। সূত্রের খবর অনুযায়ী ফের, আগামী বছরের একুশে জানুয়ারি কলকাতা সফরে আসতে পারেন সংঘের প্রধান। লোকসভা নির্বাচনের আগে সংঘের পরিচালকের কলকাতায় আগমন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

# মালদহে আদিবাসী সংগঠনের রেল অবরোধ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

**আপনজন:** আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের ডাকা ১২ ঘন্টার ভারত বনধের প্রভাব পড়ল মালদহে। শনিবার সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টানা ১২ ঘন্টার বনধের ডাক দিয়েছে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের আদিবাসী সংগঠন। এই মর্মে পুরাতন মালদার আদিনা রেলওয়ে স্টেশন এই মুহূর্তে আপ ডাউন দুটি রেললাইনে কার্যত নিজেদের মৌলিক অধিকারের জন্য আদিবাসী সংগঠনের কার্যকর্তারা রেল লাইনের উপর বসে পড়েছেন এবং বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে কটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । মূলত সারনা ধর্ম কোড লাগুর দাবিতে তাদের এই আন্দোলন।

# শীত মানে খেজুর গুড় আর পিঠে পুলি!

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

**আপনজন:** শীত মানে খেজুর গুড় আর পিঠে পুলি নদীয়া মাজদিয়া নলেন গুড়ের হাট,কয়েক হাজার চাষি খেজুর গুড় নিয়ে আসে এই হাটে।শীত মনে পড়ে যায় বাঙালির শীতের আমেজ খেজুরি গুড় আর পিঠে পুলির কথা।জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় কয়েক শো খেজুর গুড় চাষী সাইকেল বা মোটরসাইকেল করে নিয়ে হাটে প্রতিদিন প্রায় আনুমানিক কয়েকশো কুইন্টাল গুড়ের বেচা কেনা হয়।জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় একশোরও পাইকার ব্যবসায়ীরা খেজুর গুড়ের নিতে আসেন এই হাটে গুড় হাট থেকে গুড় নিয়ে জেলার বিভিন্ন গ্রামে হকারি করে হককাররা।মাজদিয়ার হাটের এক গুড় চাষী সুবল মণ্ডল জানান, বহু পুরানো হাট অনেক ছোট থেকেই হাটে খেজুর গুড় বিক্রিয় করতে আসি।এই হাটে বিভিন্ন ধরনে খেজুর গুড় পাওয়া যায় দাদা গুড় ঝোলা গুড় সহ বিভিন্ন।মাজদিয়া স্টেশনে নেমে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে ধরে হাঁটলেই দেখতে পাবেন গুড়েরহাট রাস্তার পাশে বসে বা সাইকেলের দাঁড়ি আছে গুড় হাঁড়ি নিয়ে।ভালো গুড়ের জন্য আপনাদের একজন ব্যবসায়ী ও একজন চাষীর নম্বর দিয়ে দিলাম।গোবিন্দ নন্দী নামে এক গুড় ব্যবসায়ী বলেন,ভালো খেজুর গুড় জন্য বিভিন্ন এলাকার মানুষ জন হাটে আসে গুড় নিতে বিগত কুড়ি বছর ধরে হাট চলছে মানুষ ভালো পায় বলে হাটে আসে।

## প্রথম নজর

# গাজায় ১৪শ বছরের পুরনো মসজিদ ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

**আপনজন ডেস্ক:** গাজার একটি ঐতিহাসিক মসজিদ ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সম্প্রতি এক সাংবাদিকের প্রকাশিত এমন একটি ভিডিও তুলে ধরে এমন তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, হামলা চালিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে গাজার উত্তরাঞ্চলের ওমারি মসজিদ। ফিলিস্তিনের তৃতীয় বৃহত্তম এ মসজিদ প্রায় ১৪শ বছরের পুরনো।

গতকাল শুক্রবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১ হাজার ৫০৭ জনে দাঁড়িয়েছে।

আরও বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিহত হয়েছে ১৮৭ জন। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় গাজায় আহতের সংখ্যা ৫৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজার কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে প্রায় দেড় লাখ ফিলিস্তিনি সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন। বিবিসি জানিয়েছে, মধ্য গাজায় এখন তুমুল লড়াই চলছে।

রাষ্ট্রসংঘ আরও জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে গাজার জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের বেশি নাগরিককে ঘরছাড়া হতে হয়েছে।

# গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে সাত হাজার মানুষ

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলের নির্বিচার বোমা হামলায় গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে সাত হাজার মানুষ আটকে আছেন বলে জানিয়েছে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস। শুক্রবার সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি।

সরকারি মিডিয়া অফিস আরো জানিয়েছে, গাজায় এখন মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা ২৯ হাজারে পৌঁছেছে। এছাড়া ছোট্ট এ উপত্যকার উত্তরাঞ্চল এবং গাজা সিটিতে বসবাসরত আট লাখ মানুষ চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে আছেন। তাদের চিকিৎসার জন্য কোনো হাসপাতালই অক্ষত নেই।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় ইরেজ সীমান্তে হামাস যোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালানোর পর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী। ২৮ অক্টোবর থেকে অভিযানে যোগ দেয় স্থল বাহিনীও।

ইসরায়েলি বাহিনীর টানা দেড় মাসের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা, নিহত হয়েছেন ২১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। এই নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী, শিশু,অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক লোকজন।

সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরও ৫৪ হাজার ৯৬৮ জন এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৭ হাজার জন।।

এছাড়া হাজার হাজার পরিবার বাড়িঘর-সহায় সম্বল হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুল, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

অন্যদিকে, হামাসের গত ৭ অক্টোবরের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি, ইসরায়েলের ভূখণ্ড থেকে ২৪২ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের সেদিন জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হামাস যোদ্ধারা, তাদের মধ্যে এখনও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন শতাধিক জিম্মি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি অভিযান চলবে। অন্যদিকে হামাসের হাইকমান্ড জানিয়েছে, তারা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

# মধ্য গাজায় তুমুল লড়াই, নিহত ছাড়াল ২১ হাজার

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় প্রায় তিন মাস ধরে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ আরও কয়েক মাসব্যাপী চলবে বলে ইতিমধ্যে হুঁশিয়ার বার্তা দিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ।

গতকাল শুক্রবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১ হাজার ৫০৭ জনে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিহত হয়েছে ১৮৭ জন। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় গাজায় আহতের সংখ্যা ৫৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

এদিকে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজার কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে প্রায় দেড় লাখ ফিলিস্তিনি সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, মধ্য গাজায় এখন তুমুল লড়াই চলছে।

রাষ্ট্রসংঘ আরও জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে গাজার জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের বেশি নাগরিককে ঘরছাড়া হতে হয়েছে।

# চিনে কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদানকারীকেও পেতে হবে সাজা

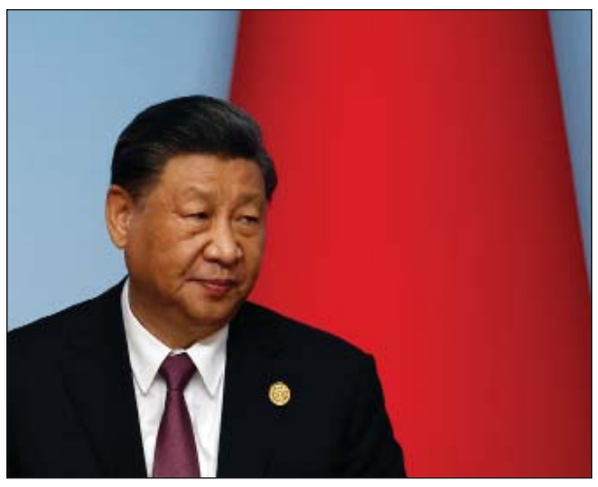

**আপনজন ডেস্ক:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে শি জিনপিং প্রশাসন। দেশটির জনগণকে নিজ নিজ সততা কঠোরভাবে বজায় রাখার আহ্বান জানানোর কয়েকদিন পরেই কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার বিষয়ে নতুন আইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদানকারীরাও আইনের আওতায় আসবেন।

শুক্রবার চীনে ফৌজদারি আইনের নতুন সংশোধনী প্রকাশ করা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই।

ফৌজদারি আইনের সংশোধনীটি চীনের সর্বোচ্চ আইনসভা ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের (এনপিসি) স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। সংশোধনীটি ২০২৪ সালে ১ মার্চ থেকে কার্যকর হবে। আইনটি ঘুষ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরালো করেছে। বলা হয়েছে, একাধিক ব্যক্তি কিংবা বড় কোনো জাতীয় প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত দলগুলোকে যারা বারবার ঘুষ দিচ্ছে তাদের কঠোর শাস্তির আনা হবে।

আইনে বলা হয়েছে, যারা তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসনিক কিংবা বিচার বিভাগের কর্মীদের অথবা পরিবেশ, অর্থ, নিরাপত্তা প্রোডাকশন, ওষুধ ও খাবার, সামাজিক বীমা, উদ্ধার ত্রাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি খাতে কোনো কর্মীকে ঘুষ প্রদান করে তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আসতে হবে।

ডিসেম্বরের ৪ তারিখে প্রেসিডেন্ট শি ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সততা কঠোরভাবে মেনে চলতে সতর্ক করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি তাদের আত্মীয়দের দুর্নীতি থেকে দূরে রাখতে এবং বিদেশি উদাহরণ ও বেপরোয়া পদক্ষেপ অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছিলেন।

চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির পলিব্যুরোর একটি বৈঠকে বলেছিলেন, দুর্নীতি বিরোধী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে শীর্ষ কর্মকর্তাদের অবশ্যই তাদের পরিবার, আত্মীয় ও তাদের আশপাশের সকল কর্মীদের জন্য কঠোর নিয়ম তৈরি করতে হবে।

২০১২ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রতিনিয়তই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসছেন শি। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম অনুসারে, শির এই অভিযানে বেশ কয়েকজন শীর্ষ মিলিটারি জেনারেলসহ লাখ লাখ কর্মকর্তা শাস্তি পেয়েছেন।

দুর্নীতি বিরোধী এই অভিযানের তীব্রতা সমালোচনাকেও আকৃষ্ট করেছে। সমালোচকরা বলছেন, এই অভিযানটিকে শি তার সমালোচক ও বিরোধীদের নীরবে দমন করতে কাজে লাগিয়েছেন।

এদিকে এনপিসির স্থায়ী কমিটি ঘোষণা করেছে, সংসদের বার্ষিক অধিবেশন আগামী বছরের ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। স্থায়ী কমিটি অল্প সংখ্যক বিধায়কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

চীনের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ চাইনিজ পিপলস পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কনফারেন্স (সিপিপিসিসি) এর সঙ্গে এনপিসি মিলিত হয়ে প্রতি বছর ১৫ দিন ধরে তাদের বার্ষিক অধিবেশনের আইন প্রণয়নের কাজ পরিচালনা করে।

অধিবেশন চলাকালীন এনপিসি দেশটির প্রিমিয়ার লি কিয়াংয়ের কাজের প্রতিবেদন ছাড়াও প্রতিরক্ষা ব্যয়সহ দেশের জন্য বার্ষিক বাজেট পাস করবে।

# গাজা ইস্যু: বয়কটের ডাক দেওয়ায় ম্যাকডোনাল্ডস মালয়েশিয়ার মামলা

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের গাজায় বর্বর আগ্রাসনের প্রতিবাদে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত পণ্যে বয়কটের ডাক দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ম্যাকডোনাল্ডস মালয়েশিয়া। এ কারণে 'মিথ্যা ও মানহানিকর' আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এ ফাস্ট-ফুড চেইন।

প্রতিকার হিসেবে ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠান ১৩ লাখ ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ চেয়েছে। মামলাটি করেছে মালয়েশিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসের লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান গেরবাং আলাফ রেস্টুরেন্টস। 'গাজার গণহত্যার' সঙ্গে যুক্ত থাকায় এ ফাস্ট-ফুড ফ্র্যাঞ্চাইজিসহ কিছু কোম্পানিকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট, স্যাংশনস (বিডিএস) আন্দোলনের সমর্থনকারীরা। তাই মামলায় নাম উঠেছে বিডিএসের। শুক্রবার এক বিবৃতিতে ম্যাকডোনাল্ডস মালয়েশিয়া জানায়, নিজেদের 'অধিকার ও স্বার্থ' রক্ষার জন্য বিডিএস মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়েছে। জবাবে বিডিএস মালয়েশিয়া বলছে, ফাস্ট-ফুড কোম্পানির মানহানির বিষয়টি তারা 'অস্বীকার' করছে। মামলায় আনা অভিযোগ আইনিভাবে মোকাবেলা করার ঘোষণা দিয়েছে তারা।

# আবারো কংগ্রেসকে এড়িয়ে ইসরায়েলকে অস্ত্র দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আগ্রাসন অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ইসরায়েলকে আরো অস্ত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অস্ত্র সরবরাহের আগে মার্কিন কংগ্রেসে পর্যালোচনার নিয়ম থাকলেও তা মানছে না বাইডেন প্রশাসন।

চলতি ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে একবার মার্কিন সরকার কংগ্রেসকে উপেক্ষা করেই ট্যাংকের ১৪ হাজার গোলা দিয়েছে ইসরায়েলকে। তবে এ নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই কারণ আমেরিকার ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট ও বিরোধী রিপাবলিকান- দুই দলই ইসরায়েলকে সর্বাত্মক সমর্থন ও মদদ দিয়ে থাকে। এমনকি মার্কিন নির্বাচনে ইহুদিবাদী লবি আইপ্যাকের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং তাদেরকে উপেক্ষা করে কোনো দলের ক্ষমতা নিশ্চিত করা কঠিন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন শুক্রবার দ্রুতগতিতে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র পাঠানোর অনুমোদন দেন। গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনে যখন ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছেন যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি নারী ও শিশু, তখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে অস্ত্র এবং অন্য সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে চলেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, দ্রুত ইসরায়েলকে ট্যাংকের ১৫৫ মিলিমিটারের গোলা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গাজায় বেসামরিক লোকজন হত্যা করার বিষয়ে বার বার যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সতর্ক করছে বলে দাবি করে আসছে অথচ সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা মোটেই কমেনি। তারপরও মার্কিন সরকার ইসরায়েলকে কামানের গোলা এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম দিচ্ছে। এর মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী চরিত্র নতুন করে পরিষ্কার হয়েছে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# গাজায় গণহত্যা: ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলা

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা দায়ের করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গাজায় প্রায় তিন মাস ধরে অব্যাহতভাবে চালানো ধ্বংসযজ্ঞ ও বোমা হামলায় ২১ হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হওয়ার পর এমন অভিযোগে মামলা করল দেশটি।

শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) ওই আদালতে করা মামলার আবেদনে গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে 'গণহত্যামূলক' উল্লেখ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কেননা ইসরায়েল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, জাতিগত ও জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগের (ডিআইআরসিও) এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে- নির্বিচারে বলপ্রয়োগ এবং ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের জোরপূর্বক অপসারণের কারণে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় ধরা পড়া বেসামরিক নাগরিকদের দুর্দশা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

বিবৃতিতে ইসরায়েলিসহ সব বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত সহিংসতা এবং হামলার নিন্দা জানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনা পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের ইসরায়েল যুদ্ধের সোচ্চার সমালোচক দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ পদক্ষেপ।

এর আগে গত মাসে দেশটির আইন প্রণেতারা প্রিটোরিয়ায় ইসরায়েলি দূতাবাস বন্ধ করার পক্ষে এবং যুদ্ধবিরতিতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত করার পক্ষে ভোট দেয়। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইসরায়েল উভয়ই আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারা আবদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা গাজা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের নীতিকে ১৯৯৪ সালে শেষ হওয়া শ্বেতাঙ্গ-সংখ্যালঘু শাসন দ্বারা আরোপিত জাতিগত বিচ্ছিন্নতার অতীত বর্ণবাদী শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গাজায় গত ৭ অক্টোবর থেকে নির্বিচারে হামলা চালিয়ে সাড়ে ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল, যাদের ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু। সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ ছিটমহলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ইসরায়েল। সেখানকার বহু সংখ্যক মসজিদ, গির্জা, স্কুল, হাসপাতালসহ অসংখ্য বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৭ মি.

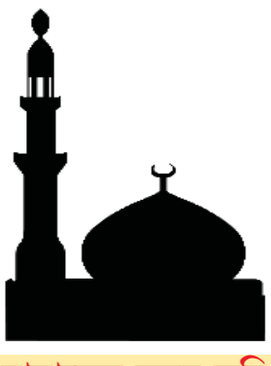

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.৫১ | ৬.১৬ |
| যোহর | ১১.৪৫ | |
| আসর | ৩.২৭ | |
| মাগরিব | ৫.০৭ | |
| এশা | ৬.২২ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫৯ | |

# ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া

**আপনজন ডেস্ক:** ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সকালের দিকে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

তবে এতে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, আচেহ প্রদেশের উপকূলীয় শহর সিনাবাং থেকে ৩৬২ কিলোমিটার দূরে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পটি উৎপত্তি হয়।

# গাজার যুদ্ধ আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত হবে: রাষ্ট্রসংঘ

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়বে। শুক্রবার এমন মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। গুতেরেসের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এই খবর জানিয়েছে।

চলমান গাজা যুদ্ধ নিয়ে ওইদিন তার উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করে গুতেরেস বলেন, গাজার যুদ্ধ আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত হবে। এক বিবৃতিতে গুতেরেস বলেছেন, এখানে বিস্তৃত আঞ্চলিক সংঘর্ষের অব্যাহত ঝুঁকি রয়েছে। গাজায় সংঘাত যত দীর্ঘ হবে, একাধিক পক্ষের দ্বারা এই সংঘাত বাড়ানোর এবং ভুল পদক্ষেপ নেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান আরও বলেছেন, দক্ষিণ লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের মধ্যকার লড়াই, ইরাক ও সিরিয়া থেকে আক্রমণ এবং লোহিত সাগরে হুথিদের জাহাজে হামলা চালানোর মতো, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনী এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা বৃদ্ধিও 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক'।

এক বিবৃতিতে গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, এই অঞ্চলের পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমানতা রোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের যা যা করার ক্ষমতা আছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর ওপর সে প্রভাব খাটিয়ে তার সবকিছু করার আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেছেন মহাসচিব।

# এক বছরে বিশ্বে জনসংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ৭ কোটি

**আপনজন ডেস্ক:** বিশ্বের জনসংখ্যা গত এক বছরে সাড়ে সাত কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আদম শুমারি ব্যুরো। বৃহস্পতিবার সংস্থাটি এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। নববর্ষের দিন বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলেও জানানো হয়েছে। আদম শুমারি ব্যুরোর পরিসংখ্যান মোতাবেক, গত বছরে বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশেরও নিচে। ২০২৪ সালের শুরুতে গোটা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে ৪.৩ জনের জন্ম ও দু'জনের মৃত্যু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫৩ শতাংশ যা বৈশ্বিক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ১৭ লক্ষ মানুষ যোগ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খাতায় এবং নববর্ষের দিন এই দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৩ কোটি ৫৮ লাখ। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের জনসংখ্যাবিদ উইলিয়ম ফ্রে বলেন, চলতি দশক জুড়ে যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০২০ এর দশক যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে স্বল্প-বৃদ্ধির দশক হতে পারে। ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশেরও কম। ১৯৩০-এর দশকে অর্থনৈতিক মহামন্দার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম ছিল। এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩ শতাংশ।

ফ্রে বলেন, অবশ্যই জনসংখ্যা খানিকটা বাড়তে পারে কারণ আমরা অতিমারির বছর পেরিয়ে এসেছি। তবে এখনও ৭.৩ শতাংশে পৌঁছনো কঠিন হবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৫৩ সংখ্যা, ১৪ পৌষ ১৪৩০, ১৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

## সময়'ই উত্তর দেয়

জগতের সকল কিছুর ভিতরেই রহিয়াছে এক আশ্চর্য ভারসাম্য। ইহাই শৃঙ্খলা, ইহাই নিয়ম, ইহাই প্রকৃতির আইন। সেই আইনের ভ্যতার করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুন তথা আইনের মধ্যে রহিয়াছে মানবসভ্যতার নিয়মকানুনের বুনিয়াদ। আমরা যত বেশি সভ্য হইয়াছি, তত বেশি গড়িয়া উঠিয়াছে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সত্যিকার অর্থে, মানবসভ্যতা টিকিয়াই রহিয়াছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের খুঁটির উপর ভর করিয়া। রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ভিতরেও থাকে এই শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা। কারণ, যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়াই উঠে উহার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা। কিন্তু যদি প্রতিনিয়তই কোথাও নিয়মকানুনের বারংবার ব্যত্যয় ঘটানো হয়, তাহা হইলে সেই সকল জনপদ ক্রমশ বসবাস অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

সমস্যা হইল, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে এখনো আধাসামন্তবাদী মানসিকতা দূর হয় নাই। এই সকল বিষয় লইয়া যাহারা গবেষণা করেন, তাহারা মনে করেন, বহু যুগ ধরিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে একধরনের নৈরাজ্যের ভিতর দিয়া। এই জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে একটি জাতির নিয়মতান্ত্রিক সুষ্ঠু বিকাশধারার জন্য তৈরিকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য যতই বলা হউক–'উহা নিয়মের মধ্যে চলিবে'–তাহা আসলে বাস্তবে দেখা যায় না। দিনের শেষে এইখানে বহু ক্ষেত্রেই নিজের 'খেয়ালখুশিমতো' সকল কিছু পরিচালনা করিবার প্রবণতাই প্রকট আকারে দেখা যায়। দেখা যায় দম্ভ, হুমকি-ধমকির প্রকাশও। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির কিছু প্রভাবশালী এমন শরীরী ভাষায় চলাফেরা করেন যে, তাহারা যেন কোনো ট্রাইবাল জনপদের এক ও অদ্বিতীয় রাজা। উন্নয়নশীল বিশ্বে শিক্ষাদীক্ষা হইতে শুরু করিয়া সকল কিছুই সীমিত। ফলে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষরাও মনে করেন, এই ধরনের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা করিতে পারেন না–এমন কোনো কাজ নাই।

কিন্তু মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন–'সময় কখনো মানুষের নির্দেশিত পথে চলে না, মানুষকেই সময়ের নির্দেশিত পথে চলিতে হয়।' একই সঙ্গে লালন সাঁই বলিয়াছেন–'সময় গেলে সাধন হবে না।' সুতরাং 'সময়' এইখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। 'সময়'ই একপর্যায়ে আসিয়া সকল কিছুর উত্তর দিয়া দেয়। সুতরাং কেহ যদি নিয়মকানুনকে পাশ কাটাইয়া নিজের মতো সকল কিছু কুক্ষিগত করিতে চাহেন, তাহাদের পরিণতি শেষাবধি পরিহাসে পরিণত হয়। এই জন্য সকল কিছু কুক্ষিগত করিবার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। নবিজি (স.) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তাহার কোনো বান্দাকে যদি মানুষের জন্য দায়িত্বশীল হিসাবে নিযুক্ত করেন, অতঃপর সেই ব্যক্তি যদি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব খেয়ানত করিয়া মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে তাহার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করিয়া দেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যখন কোথাও অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, নিয়মকে পাশ কাটাইয়া চলা হয়–তখন সেইখানে অনিয়মই 'নিয়ম' হইয়া উঠে। সাধারণ মানুষও তখন মনে করেন, 'কই, নিয়ম ভঙ্গের জন্য তো কোনো অ্যাকশন নেওয়া হইল না!' সাধারণ জনগণের নিকট এই ধরনের বার্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভুল বার্তা প্রদান করে।

তবে আশাহীন হওয়া যাইবে না। সাময়িকভাবে অ্যাকশন নেওয়া হইতেছে না মানে এই নহে যে, কখনোই অ্যাকশন নেওয়া হইবে না। কাউকে না কাউকে তো ইহার সমাধান করিতেই হইবে। যাহারা নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইতেছেন, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে–এই দিন দিন নয়, আরো দিন আছে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। ইমান রাখিতে হইবে মহান আল্লাহর উপর। কারণ, অভীষ্ট ইমান বাস্তবায়িত হইলে প্রতিশ্রুত বিজয় সুনিশ্চিত হইয়া আসিবে। যেই হেতু, 'মুমিনদের সাহায্য ও বিজয়ী করিবার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং লইয়াছেন।

# আমেরিকায় 'ডাইনি খোঁজার' মতো আরব ও মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পুরোমাত্রার কূটনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামরিক সমর্থন নিয়ে ইসরায়েল ৮০ দিন ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় ২১ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। আইনবিশারদেরা ইসরায়েলের এই আগ্রাসনকে গণহত্যা বলছেন। তাঁরা বলছেন ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় আরও অজস্র যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করে চলেছে।

এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্য কোনো খানে যে ক্ষোভ জন্ম হচ্ছে সেটাকে বিপজ্জনকভাবে কালিমা লেপন করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে নীরবে বর্ণবাদকে অস্ত্র করে তোলা হচ্ছে। লিখেছেন **ওসামা আবু ইরশিদ**।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পুরোমাত্রার কূটনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামরিক সমর্থন নিয়ে ইসরায়েল ৮০ দিন ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় ২১ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। আইনবিশারদেরা ইসরায়েলের এই আগ্রাসনকে গণহত্যা বলছেন। তাঁরা বলছেন ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় আরও অজস্র যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করে চলেছে।

এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্য কোনো খানে যে ক্ষোভ জন্ম হচ্ছে সেটাকে বিপজ্জনকভাবে কালিমা লেপন করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে নীরবে বর্ণবাদকে অস্ত্র করে তোলা হচ্ছে।

ইসলামভীতি ও ফিলিস্তিনবাদ বিরোধিতাকে উসকে দেয় এমন কথাবার্তায় প্ররোচিত হয়ে ফিলিস্তিন, আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের নাগরিক অধিকার যেভাবে লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে, সেটি এক কথায় অভূতপূর্ব। এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সহিংসতার ঘটনাও ঘটছে।

কিন্তু এই দলাদ্ধ দমনপীড়ন শুধু ফিলিস্তিন, আরব ও মুসলিমদের ওপরেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এই আক্রমণ আমেরিকার একেবারে গোড়ার নৈতিক ও নাগরিক মূল্যবোধগুলোর (আমেরিকান গণতন্ত্রের ভিতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত) ওপর হুমকি সৃষ্টি করছে।

গত আড়াই মাস ধরে যুদ্ধ বন্ধ, অস্ত্রবিরতি, ফিলিস্তিনিদের সম-অধিকার ও যুদ্ধাপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে বড় প্রতিবাদ সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

কিন্তু এসব কর্মসূচিকে ফিলিস্তিনবাদ সমর্থনের আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা চলছে। আবার ইসরায়েলি গণহত্যার সমালোচনা করলে সেটিকে 'সেমেটিক-বিরোধী' এবং সহিংসতা অথবা সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বলে চিত্রিত করা হচ্ছে।

এসব কৌশল অবশ্য নতুন নয়; কিন্তু এগুলো এখন এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে যে সেটি যেন 'ডাইনি খোঁজার' মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনি, আরব, মুসলিম আমেরিকান এবং অন্য যেকোনো পরিচয়ের যারা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত সহিংসতা ও ইসরায়েলের বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাঁদের সবাইকেই নিশানা করা হচ্ছে।

অক্টোবর মাস থেকে হাজার হাজার মানুষ এই মনস্তাত্ত্বিক দমনাভিযানের শিকার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলনকর্মীদের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। তাদের সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়াই তাদের তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। বিলবোর্ডে তাদের ছবি ও নাম প্রকাশ করে তাতে মিথ্যা তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে। যারা ইসরায়েলি গণহত্যার বিরোধিতা করছেন, তাঁদের চুপ করিয়ে দিতে নানাভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, রাস্তায় ও অনলাইনে হয়রানি করা হচ্ছে। চাকরি বা কাজ হারানোসহ অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ছে তারা।

এই শাস্তি শুধু অনলাইন পরিসর আর ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতেই সীমাবদ্ধ নেই। আমেরিকার ক্ষমতার সরণিতেও সেটি ছড়িয়ে পড়েছে।

নভেম্বর মাসে মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে 'প্রত্যক্ষদর্শীদের' বয়ানে মিথ্যা অভিযোগ আনা হলো যে, নিবন্ধনকৃত দাতব্য সংস্থাগুলো (আমেরিকান মুসলিমস ফর প্যালেস্টাইন বা এএমপি, আমেরিকানস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন অ্যাকশন বা এজেপি অ্যাকশন ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ গোষ্টীগুলোকে 'সমর্থন জোগাচ্ছে'। এই মিথ্যা অভিযোগে দিয়েই তারা থেমে থাকল না, পুরোপুরি অবাস্তব দাবি করে বসল যে এসব সংস্থা 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার ডাক' দিয়েছে।

ইসরায়েলের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যেসব সদস্য কথা বলেছেন, শুনানির সময় তাদের নাম উচ্চারণ করে দুয়োধ্বনি দেওয়া হয়।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কুৎসা ও মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক জিনিস; কিন্তু কংগ্রেসে যদি মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়, তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা মৌলিকভাবেই কঠিন। কংগ্রেসের শুনানিতে যখন এসব মিথ্যা ও দলকানা দাবি উত্থাপন করা হয়, নিশ্চিতভাবেই তার অর্থ হলো, আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্নমতের অধিকার সুরক্ষায় যে অঙ্গীকার করেছে, তার খেলাপ। আর সেটি ঘটছে এমন এক সময়ে যখন মার্কিন নাগরিকদের করের অর্থ গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার সমর্থনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এসব অবমাননাকর ও দমনমূলক কৌশলের বিপজ্জনক সব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এগুলো ঘৃণা উসকে দেয় এবং জনসাধারণকে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জোগায়।

নিউইয়র্ক স্টেট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর শহরটিতে ঘৃণা বক্তব্য বেড়েছে ৪১৭ শতাংশ। নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলোও গত দুই মাসে ফিলিস্তিনি, আরব ও মুসলিমদের ওপর হামলার অসংখ্য অভিযোগের কথা বলছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর এ ধরনের হামলার অভিযোগ ২০০ শতাংশ বেড়েছে।

এসব অভিযোগের অনেক ঘটনা শুধু মৌখিক আক্রমণ ও অনলাইনে হয়রানি নয়, পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করার মতো ঘটনাও রয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর ছয় বছর বয়সী ফিলিস্তিনি-আমেরিকান শিশু ওয়াদেয়া আল-ফাইউমিকে ২৬ বার ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। হামলার সময় হামলাকারী বলতে থাকে, 'তোমরা মুসলিম, অবশ্যই তোমাদের মরতে হবে।' শিশুটির মাকেও ছুরি মারা হয়, কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত বেঁচে যান। ২৫ নভেম্বর আরবিতে কথা বলা ও কিফায়া পরার জন্য তিনজন ফিলিস্তিনি ছাত্রকে গুলি করা হয়। তাঁরা তিনজনও আহত হন।

ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠীগুলো আমাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার যুদ্ধ শুরু করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, গাজায় ইসরায়েল যে অপরাধ করে চলেছে, তা থেকে জনসাধারণের মনোযোগকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। আমরা মনে করি, সত্যের চেয়ে কুৎসা ও মিথ্যা যখন জয়ী হয়, তখন একটা দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বর্ণবাদবিরোধী গণতন্ত্রের পথ থেকে ভিন্ন পথে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

আবার ইসরায়েলি গণহত্যার সমালোচনা করলে সেটিকে 'সেমেটিক-বিরোধী' এবং সহিংসতা অথবা সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। এসব কৌশল অবশ্য নতুন নয়; কিন্তু এগুলো এখন এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছে যে সেটি যেন 'ডাইনি খোঁজার' মতো ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনি, আরব, মুসলিম আমেরিকান এবং অন্য যেকোনো পরিচয়ের যারা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত সহিংসতা ও ইসরায়েলের বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাঁদের সবাইকেই নিশানা করা হচ্ছে। অক্টোবর মাস থেকে হাজার হাজার মানুষ এই মনস্তাত্ত্বিক দমনাভিযানের শিকার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলনকর্মীদের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। তাদের সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়াই তাদের তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। বিলবোর্ডে তাদের ছবি ও নাম প্রকাশ করে তাতে মিথ্যা তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে।

*ওসামা আবু ইরশিদ*
*আমেরিকানস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের নির্বাহী পরিচালক*
*আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত*

# ২০২৩ সালে গ্লোবাল সাউথের উত্থান

**ড্যানিয়েল ক্রুজ**

রাষ্ট্রসংঘের নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে কূটনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক–সবাইকে এ বছর গ্লোবাল সাউথ নিয়ে বেশ ব্যস্ত মনে হয়েছে। এ বছর 'জি-২০'-এর ভার্চুয়াল সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতকে 'গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর' বলে অভিহিত করেছেন। এরপর সেপ্টেম্বরে ভিয়েতনামে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার বক্তৃতায় গ্লোবাল সাউথকে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে সম্বোধন করেন।

গবেষকদের মতে, গ্লোবাল সাউথের নতুন রাজনীতি ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধটা এখানে একটা উপযুক্ত উদাহরণ হতে পারে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই গ্লোবাল সাউথের অনেক দেশ মস্কোর সমালোচনা করা এড়িয়ে গেছে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের নিন্দা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব থেকেও তারা বিরত ছিল। এমনকি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়ান তেল ও গ্যাস আমদানি করেছে গ্লোবাল সাউথের বেশ কয়েকটা দেশ।

২০২২-এর সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার পূর্ণ আক্রমণ শুরু হওয়ার প্রায় ১৮ মাস পর ইউক্রেনের পক্ষে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সমর্থন জোরদার করার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগদান করেন। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিংকট্যাংক 'ফরেন পলিসি'র হাওয়ার্ড ডব্লিউ ফ্রেঞ্চ বলেছিলেন, 'উন্নয়নশীল দেশগুলোর এমন আচরণের মাধ্যমে তারা একটা স্পষ্ট বার্তা প্রদান করে। দরিদ্র দেশগুলো উন্নত বিশ্বকে যেন বলতে চায়, আপনাদের কাছে আমাদের সমস্যাগুলো যত দিন না অর্থ বহন করবে, তত দিন আমরাও আপনাদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।'

চলতি বছরের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বিশ্ব রাজনীতিতে গ্লোবাল সাউথের উত্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। একটা আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন এবং অন্যটা সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'জি-২০' নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন। জোহানেসবার্গের সম্মেলনে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্বয়ে গঠিত ব্লক ব্রিকস ঘোষণা করেছে যে তারা তাদের ব্লকে ছয়টা নতুন সদস্য যুক্ত করবে। ব্রিকসের সম্প্রসারণ তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে কি না, তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়, তবে তাদের সিদ্ধান্ত 'ডি-ডলারাইজেশন' প্রক্রিয়ার আলোচনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ প্রদান করেছে।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদি 'জি-২০' শীর্ষ সম্মেলনে তাদের এজেন্ডা সম্প্রসারণ করে গ্লোবাল সাউথের প্রধান সমস্যাগুলো যেমন–আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসন সমস্যার সমাধানে উন্নত বিশ্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন।

বিশ্বব্যাংকের তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তেজনা ও অনৈক্য বিরাজমান ছিল, বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে। যদিও অক্টোবরে গাজায় শুরু হওয়া যুদ্ধটা তাদের মধ্যে পুনরায় মতানৈক্য তৈরি করে।

কারণ গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো হামাস ও ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমা সমর্থনকে ভন্ডামি বলে অভিহিত করে।

গ্লোবাল সাউথ এখন পুরো বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি বৈশ্বিক রাজনীতিতে তাদের প্রভাব ক্রমশই শক্তিশালী করে তুলছে। এমনকি অনেক বিশ্লেষক ধারণা

করছেন, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক রাজনীতি ও কূটনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করবে গ্লোবাল সাউথ।

বিশ্ব রাজনীতিতে গ্লোবাল সাউথের প্রভাব সম্পর্কে ফরেন পলিসি কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটা শীর্ষ নিবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বিশ্ব এখনো পশ্চিমের হাতেই রয়েছে

ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ আগ্রাসন শুরু করার এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার এতগুলো দেশ কেন কিয়েভের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করছে না? এ ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও কমফোর্ট ইরো মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ না করলে তারাও পশ্চিমের সমর্থনে এগিয়ে আসবে না। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে পশ্চিমা দেশগুলো সর্বদা উন্নয়নশীল দেশগুলোর আনুগত্য আশা করে। কিন্তু এখানে পশ্চিমা বিশ্বকে বুঝতে হবে, আনুগত্য লাভের জন্য তাদের সমস্যাগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে বিশ্ব এখনো পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণাধীনই রয়েছে।

'সুইং স্টেটস' ভূরাজনীতির ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে

ইউরেশিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান ক্লিফ কুপচান বলিয়াছেন, সুইং স্টেটস অর্থাত্ ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কিসহ গ্লোবাল সাউথের অন্যান্য দেশ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই ছয়টি সুইং রাষ্ট্র ইতিমধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমা পরিকল্পনা অনুযায়ী কিয়েভকে সামরিক সহায়তা প্রদানে অস্বীকার করেছে। পশ্চিমা মতের বিরুদ্ধে গিয়ে রাশিয়াকে সমর্থন প্রদানের অর্থ হলো ভূরাজনীতিতে পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি এখন গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'জি-২০' কি গ্লোবাল সাউথের চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে?

'গ্রুপ অব ২০', অর্থাত্ 'জি-২০' ব্লকে গ্লোবাল সাউথের অনেকগুলো দেশ রয়েছে। তবে উক্ত ব্লকের ধনী সদস্যরা দীর্ঘকাল ধরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আসছে। গত সেপ্টেম্বরে ভারত যখন বার্ষিক 'জি-২০' নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, তখন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড্যারেন ওয়াকার যুক্তি দিয়েছিলেন, এখন 'বিশ্ব রাজনীতিতে গ্লোবাল সাউথ প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি বিশ্বে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের একটা অভূতপূর্ব যুগের সূচনা করতে যাচ্ছে।'

ওয়াকার বলেন, ভারত তার 'জি-২০' প্রেসিডেন্সিতে এমন সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, যা গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোকে অসমভাবে প্রভাবিত করত। উন্নত বিশ্বের সমস্যাগুলোর চেয়ে উন্নয়নশীল দেশের সমস্যাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার এই বিষয়কে তিনি গ্লোবাল সাউথের উত্থানের শুরু হিসেবে বিবেচনা করছেন।

গ্লোবাল সাউথ বলতে কি আদৌ কিছু আছে?

বর্তমানে 'গ্লোবাল সাউথ' শব্দটা বিশ্ব রাজনীতির মূলধারায় উঠে এসেছে। 'ফরেন পলিসি'র রাজা মোহন বলেন, জলবায়ুনীতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এক কাতারে ফেলে সবাইকে গ্লোবাল সাউথ বলে অভিহিত করার সুবিধা হচ্ছে সবার সমস্যাগুলো এখন একসঙ্গে আলোচনা করা যায়। কিন্তু রাজা মোহন এখানে প্রশ্ন তোলেন, 'গ্লোবাল সাউথ বলতে কি আদৌ কিছু আছে?'

তিনি এই ধারণার সঙ্গে বেশ কিছু বিশ্লেষণাত্মক ত্রুটি তুলে ধরেন, যেটাকে তিনি 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং উন্নয়নের পথ রয়েছে। তাদের সব সমস্যা এক রকম নয় এবং সমস্যার সমাধানও একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। মোহন মনে করেন, এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে সব উন্নয়নশীল দেশকে এক কাতারে ফেলা উচিত নয়।

মোহন মনে করেন, গ্লোবাল সাউথ ক্যাটাগরিটা শীঘ্রই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শব্দভান্ডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে–এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। তার মতে, পশ্চিমা বিশ্ব উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পশ্চিম থেকে আলাদা করে উল্লেখ করার জন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই নামে অভিহিত করে।

*লেখক: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিংকট্যাংক 'ফরেন পলিসি'র জ্যেষ্ঠ সম্পাদক*
*ফরেন পলিসি থেকে অনুবাদ:*

## প্রথম নজর

# তবলিগি ইজতেমার দ্বিতীয় দিনেও মানুষের ঢল সেহারাবাজারে

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** পূর্ব বর্ধমান জেলা ইজতেমায় দ্বিতীয় দিনে সেহারাবাজারে অসংখ্য মানুষের ভিড় । সেহারা বাজার আল মদিনা জামে মসজিদ সংলগ্ন ইজতেমা এলাকায় । তিন দিন ধরে পূর্ব বর্ধমান জেলা ইজতেমার আজ দ্বিতীয় দিন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিভিন্ন আলেম-ওলামা ও তাবলীগের জিম্মাদাররা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে বিশেষ বার্তা দিচ্ছেন । কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে । মৃত্যুর পর যে জীবন সেই জীবন কিভাবে শান্তিপূর্ণ করা যাবে সেই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে। এই তিন দিনের ইজতেমাতে আগামীকাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে দোয়া হয়ে ইজতেমা শেষ হয়ে যাবে। প্রথম দিন ইজতেমায় জুম্মার দিন মানুষের ঢল নামে ।রবিবার শেষ দিনে কয়েক লক্ষ লোকের উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। এই ইজতেমা থেকে প্রায় একশোর বেশি জামাত জেলা রাজ্য দেশ তথা বিদেশেও পাড়ি জমাবে । ইজতেমা কমিটি ব্যাপকভাবে মানুষের থাকার খাওয়ার অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ,খন্ডঘোষ থানা, সেহারা আউট পোস্ট সহ বিভিন্ন থানার আধিকারিকরা দিনরাত থেকে ইজতেমাকে সাফল্যমন্ডিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

# স্বাস্থ্য ও হজ সচেতনতা শিবির ডোমকলে

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** শনিবার অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ডোমকল মহকুমার বিডিও অফিসের সভা কক্ষে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও হজ্জ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো।
এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মো: জসিমুদ্দিন, বিডিও পলাশ সরকার,সাধারণ সম্পাদক অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আব্দুর রাজ্জাক,এস আই অনিমেষ মুখার্জী,ডা: এ রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলিম বাপি বিশ্বাস, মৌলানা মোজাফফার খান সহ মহকুমার ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেবগণ। উক্ত শিবির থেকে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান, সহ বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কথা আলোচনা করেন অতিথিরা।ইমাম মোয়াজ্জিনদের সব ধরনের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এদিনের শিবির থেকে উপস্থিত সকলেই খুব আপ্লুত।

# দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা শুরু

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:**শনিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা।চলবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিন বেলুন উড়িয়ে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে ২৮ তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও এদিন বই মেলার শুভ সূচনা লগ্নে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর রেঞ্জের ডিআইজি (আইপিএস) প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, দক্ষিণ দিনাজপুরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারের বইমেলার থিম 'ভাষা শিখব বই লিখব'।
বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রত্যহ থাকছে আলোচনা সভা, কবি সম্মেলন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারে বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে, 'কেন লিখব-কিভাবে লিখব' বিষয়ে আলোচনা সভা। স্বরচিত অনুগল্প লিখন এবং স্বরচিত কবিতা লিখন প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি থাকছে কুইজ প্রতিযোগিতা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

# মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিএম

**নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর**

**আপনজন:** গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারি ৩ তারিখে গঙ্গাসাগরে আসছেন। তার আগে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এই দিনের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকেরা। গঙ্গাসাগর মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের কোনো রখম যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সে সকল বিষয় খতিয়ে দেখেন জেলা শাসক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরে আসার আগে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ সেজে উঠছে ,চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেলা প্রস্তুতি কাজ। এই দিন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা গঙ্গাসাগরে হেলিপ্যাড ময়দান থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ড সহ সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন রাস্তা পরিদর্শন করেন। এবছর গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে করা হয়েছে করা হয়েছে ৬ নম্বর রাস্তা, এই রাস্তায় মাধ্যমে খুব সহজে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গা স্নান করে মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজে দের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে পারবে। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জানান, যুদ্ধকালীন তৎপরতাই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ চলছে খুব শীঘ্রই গঙ্গাসাগর মেলার কাজ শেষ হয়ে যাবে। গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন পয়েন্টগুলিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন এর আধিকারিকেরা। গঙ্গাসাগর মেলার সময় থাকছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাস যাতে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের কোনোরকম অসুবিধা সম্মুখীন হতে না হয়। ২৪ ঘন্টা ভেসেল পরিষেবা থাকবে। এই দিন মেলা প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক সুমিত গুপ্ত সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকেরা পাশাপাশি মেলা প্রস্তুতি নিয়ে মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলা শাসক। গত বছরের তুলনায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা এ বছর অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে এমনটাই মনে করছে জেলা প্রশাসনের। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, এবছর প্রায় ৭০ লক্ষ তীর্থযাত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালন করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। গঙ্গাসাগর মেলার কোনরকম খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকারের।
গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে উচ্চ পর্যায়ে বেশ কয়েকবার বৈঠক করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব ও প্লাস্টিক মুক্ত গঙ্গাসাগর মেলা করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকট রাজ্য সরকার। জানুয়ারি ৩ তারিখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সরজমিনে হাজির হচ্ছেন। তার আগেই মেলা প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে যাবে। গঙ্গাসাগর মেলা কে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলাতে থাকছে একাধিক মন্ত্রী। নবান্ন থেকে মেলার দিনগুলিতে নজরদারি রাখবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

# আরপিএফের তৎপরতায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচলেন মহিলা রেলযাত্রী

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং**

**আপনজন:** উত্তম কুমার রায়।তিনি আরপিএফ এর এএসআই।৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করবেন।অবসরের ঠিক ২৪ ঘন্টা আগেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচালেন এক মহিলাকে।শনিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন। ষ্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন। ৩ টে বেজে ৪৫ মিনিটে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।সঠিক সময়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়। সেই মুহূর্তে ক্যানিং ষ্টেশনে কর্তব্যরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আরপিএফ এর এএসআই উত্তম কুমার রায় ও হেড কনষ্টেবল অরুণ কুমার খাঁ।ট্রেন শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই চলন্ত ট্রেনে জনৈক এক মহিলা দৌড়ে গিয়ে ট্রেনের কামরায় ওঠার চেষ্টা করেন।আচমকা পা পিছলে পড়ে যায় ওই মহিলা।সেই মুহূর্তে আরপিএফ এর দুই জোয়ান দৌড়ে আসেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের তৎপরতায় ওই মহিলা কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন।ঘটনায় অল্পবিস্তর জখম হয় আরপিএফ এর দুই জোয়ান।তবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মহিলাকে বাঁচাতে পেরে তাঁরা খুশি।
স্টেশনের প্রত্যক্ষদর্শী সিকান্দর সাহানীর কথায়,ট্রেন ছেড়ে গিয়েছিল।ওই মহিলা চলন্ত ট্রেনে উঠার চেষ্টা করতেই পা পিছলে পড়ে যায়। কর্তব্যরত দুই আরপিএফ জওয়ান দৌড়ে গিয়ে মহিলাকে কোন রকমে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচান। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান ছিল।আরপিএফ তৎপর না হলে মহিলা ট্রেনের নীচে পড়ে মারা যেতেন।আরপিএফ এর সৌজন্যে বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন মহিলা।'
স্টেশনের অপর এক মহিলা প্রত্যক্ষদর্শী যুথিকা ভুঁইয়া জানিয়েছেন, ক্যানিং স্টেশনের দুই আরপিএফ জোয়ান তৎপরতার সাথে যেভাবে মহিলাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

# তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল আমতায়

**সুরজীৎ আদক ● আমতা**

**আপনজন:** শনিবার সপ্তাহের শেষ দিনে হাওড়া গ্রামীণ জেলার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাকসিহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে এবং আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পালের নেতৃত্বে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিহিংসা মূলক রাজনীতি,আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার প্রতিবাদ সহ একাধিক দাবিতে বাকসি জিরো পয়েন্ট থেকে মানকুর গ্যারেজ পর্যন্ত এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। মিছিলে বিধায়ক সুকান্ত পাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃবৃন্দ।

## পৌরপ্রধানের সংগ্রহে...

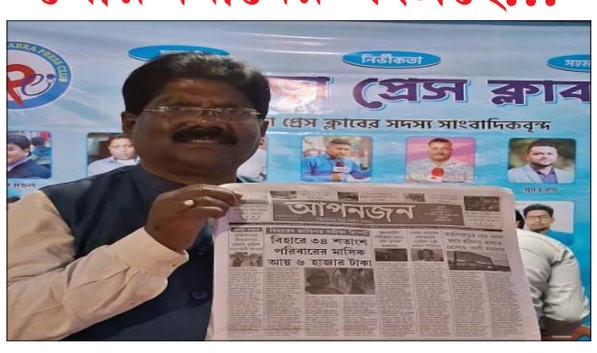


*আপনজন: রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা বানীপুর লোক উৎসবে হাবড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নারায়ণ সাহা-র হাতে তার সংগ্রহে থাকা দৈনিক 'আপনজন'-এর একটি কপি। ছবি: এম মেহেদী সানি*

# বীরভূম এবার অমৃত ভারত ট্রেন পেল

**আমীরুল ইসলাম ● বোরপুর**

**আপনজন:** বীরভূম এবার অমৃত ভারত ট্রেন পেল।
আজ থেকে অমৃত ভারত ট্রেন চলাচল শুরু হল। অমৃত ভারত ট্রেনটি বোলপুর শান্তিনিকেতন ও রামপুরহাটে স্টপেজ দেবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল রেল তরফ হইতে। অমৃত ভারত ট্রেনটি ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ট্রেনটি পেয়ে বীরভূম বাসি অত্যন্ত খুশি। ট্রেনটি যাত্রা পথ নিউ ফারাক্কা রামপুরহাট বোলপুর, বর্ধমান ডানকুনি ,অন্ডাল ,খড়গপুর ,বেলদা, জলেশ্বর, বালাসর কটক হয়ে বেঙ্গালুরু যাবে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এর গতিবেগ হবে ঘন্টায় ১৩০ কিলোমিটার।
এই ট্রেনটি বাইশটি কামরা থাকছে। যার মধ্যে থাকছে আটটি সাধারণ কামরা। অমৃত ভারত ট্রেনটি বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলস্টেশনে পৌঁছায় বিকালে।

# জাতভিত্তিক জনগণনার দাবিতে জঙ্গিপুরে সভা এসডিপিআই-এর

**বিশেষ প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর**

**আপনজন:** জাত- ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে ও ১৪৬ জন সাংসদকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রকাশ্য সভা করল এসডিপিআই। দেশের শোষিত, বঞ্চিত, শিক্ষা থেকে বিতাড়িত, বর্ণবাদিদের দ্বারা নির্যাতিত মানুষদের উন্নয়নের স্রোতে সামিল করতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমান অধিকার পাইয়ে দিতে প্রতিটা জাতের সংখ্যা নির্ধারণ করতে দেশব্যাপী জাত-ভিত্তিক জনগণনার দাবি করেন রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। এছাড়াও তিনি বি এস এফ এর অত্যাচার , মানুষ খুন, চোরাচালানে সহযোগিতার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। সীমান্তে ব্যবস্যা চালুর দাবি তুললেন। অধীর চৌধুরী তথা কংগ্রেস এবং সিপিআইএম কে চ্যালেঞ্জ করে বলেন - বিগত ৪০ বছরে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাঁরা যদি তাঁদের কোনও এক বৈঠকে দাবি জানিয়ে থাকে, রেজুলেশন পাস করে থাকে দেখাক।
রাজ্য সহ সভাপতি মো: সাহাবুদ্দিন বলেন বর্ণবাদিদের কৌশলে দেশের মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ দেশের ৮৭ শতাংশ ভোগ করে চলেছে।
সিপিআইএম - এর ৩৫ বছরের শাসনে মুসলমানদের চাকরি ছিল মাত্র ৪%,, প্রাণ গেছে ৪৮ হাজার নিরীহ মানুষের। আজকে যদি বাংলার মানুষ পুনরায় তাদেরকে ক্ষমতায় আনার কথা ভাবে সেটি হবে ঐতিহাসিক ভুল, মানুষকে আজ বিকল্প ভাবতে হবে।
রাজনৈতিক এই লড়াইয়ে, শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের অধিকার পাইয়ে দিতে এসডিপিআই সবার আগের কাতারে দাঁড়িয়ে আছে, থাকবে,
তিনি রাম মন্দির প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নরম হিন্দুত্ব রাজনীতির সমালোচনা করেন। মুসলমানদের মিথ্যা জঙ্গি মামলা দিয়ে বছর বছর জেলে রাখার কারণ কী এবং কিভাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠে তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক দিপক ব্যাপারি। সংখ্যালঘু স্বাধীকার রক্ষা কমিটির সভাপতি ডাঃ মীর হাসনাৎ রাজ্যে সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না করার জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে জেলার মুসলিমদের দূরাবস্থার কথা তুলে ধরেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন - রাজ্য কমিটির সদস্য আফতাব আলম, উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি মহম্মদ জাইসুদ্দিন, রঘুনাথগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন, সভা পরিচালনা করেন রঘুনাথগঞ্জ ব্লক সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
সভার উল্লেখযোগ্য দিক হল মোট উপস্থিতির প্রায় ৫০% মহিলাদের উপস্থিতি।
এদিন সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলামের হাতে পতাকা ধরে দলে যুক্ত হন কলকাতায় হাই কোর্টের আইনের ছাত্র মাসুদ হাসান।

# শেষ হল গুড়াপ বইমেলা

**সাহিল মল্লিক ● হুগলি**

**আপনজন:** গত ২৪শে ডিসেম্বর থেকে চলা হুগলী জেলার অন্যতম গুড়াপ বইমেলার সমাপ্তি হলো গত ৩০শে ডিসেম্বরঅর্থাৎ শনিবার। গত ২৪শে ডিসেম্বর অর্থাৎ রবিবার পলাশী স্কুল মাঠে চলা এই বইমেলার উদ্বোধন করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ বাণীপ্রসাদ সেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গুড়াপ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিরন্তরানন্দজি মহারাজ, ধনিয়াখালীর বিধায়ক অসীমা পাত্র, বইমেলার সভাপতি লক্ষনচন্দ্র পাল এবং সাধারণ সম্পাদক আদিত্য নারায়ন চৌধুরী সহ আরও অনেক দায়িত্বশীল সদস্যরা। প্রথম দিন থেকে সপ্তম দিন অর্থাৎ ৩০শে ডিসেম্বর (শনিবার) পর্যন্ত প্রতিদিন বিকালে ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, যুব সম্মেলন, কবি সম্মেলন, গুণীজন সংবর্ধনা, শর্ট ফিল্ম শো, শ্রুতি নাটক সহ আরও অনেক অনুষ্ঠান। এক কথায় ১ সপ্তাহ ধরে চলা বই মেলা হয়ে উঠেছিল এক মিলন মেলায়। বই এর পসড়া নিয়ে হাজির হয়েছিল বিভিন্ন প্রকাশনী, বই প্রেমীদের ভিড় ও ছিল চোখে পড়ার মতো।।

# বিষ্ণুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় গাঁজার ঠেকে হানা

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** বিষ্ণুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় গাঁজার ঠেকে হানা বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সহ বিশাল পুলিশ বাহিনীর, আটমোভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় গাজার ঠেক, গ্রেপ্তার ১, গ্রেপ্তারে বাধা প্রাপ্ত পুলিশ।
সূত্রের খবর বিষ্ণুপুরের এসডিপিও মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন খান এদিন সকালে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে যান শারীরিক চেকাপের জন্য তখনই নজরে আসে হাসপাতালের পাশেই সরকারি জায়গায় অবৈধ করে গাঁজার ঠেকে গাঁজা খাচ্ছিল কিছু অসাধু ব্যক্তি ।
তড়িঘড়ি আরো পুলিশ ফোর্স ডেকে এসডিপিও হানা দেয় গাঁজার ঠেকে, গ্রেফতার করা হয় এক ব্যক্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয় সরকারি জায়গায় গজিয়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ।
বাধাপ্রাপ্ত হয় পুলিশ , অভিযুক্তের পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়রা এসডিপিওর পা ধরে ক্ষমা চাইতে থাকে তাতেও কাজ না হলে পুলিশ গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন এক মহিলা ।
এর পরেই পুলিশের সাথে সাময়িক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় অভিযুক্তের আত্মীয়দের সাথে ।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# ট্রেন যাত্রীদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

**মনজুর আলম ● ডায়মন্ডহারবার**

**আপনজন:**চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এবং স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াতের পথে ট্রেন যাত্রীদের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার মোবাইল উদ্ধার করে শনিবার দূপুরে তাদের হাতে তুলে দিলেন ডায়মন্ড হারবার জিআরপিএস। হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে বেশ কিছু মোবাইল উদ্ধার করে তাদের হাতে শনিবার দূপুরে তুলে দেয় ডায়মন্ড হারবার জি আর পি এস থানার পুলিশ। মোবাইল গুলো তুলে দেওয়ার পর ডায়মন্ড হারবার থানার জি আর পি এস ওসি প্রবীর কুমার দে জানান, গত কয়েক দিন ধরে বেশ কিছু মোবাইল হারিয়ে গেছে এমন কিছু অভিযোগ ডায়মন্ড হারবার জি আর পি এস থানায় জমা পড়ে। সেই মতো তদন্তে নেমে ১৬ টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। ১৬ টি মোবাইল উদ্ধার করে যাদের মোবাইল তাদেরকে খবর দেওয়া হয়, তারা প্রত্যেকে আসে শনিবার দূপুরে ডায়মন্ড হারবার জি আর পি এস অফিস থেকে তাদের হাতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলো তুলে দেওয়া হয়। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পূনরায় হাতে পেয়ে খুশি ট্রেন যাত্রীরা।

# ওভারহেডের তার ছিঁড়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হাওড়ায়

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** ওভারহেডের তার ছিঁড়ে শনিবার রাতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হল। হাওড়া স্টেশনে রেল ইয়ার্ডের কাছে ঘটনাটি ঘটে। এর জেরে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হয়। পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে একাধিক লোকাল বাতিল করা হয় বলে জানা গেছে। হাওড়া স্টেশনের ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়া যায়নি।
ডাউন খড়গপুর লোকালের ওভারহেড তার ছিঁড়েই এদিন বিপত্তি ঘটে। বন্ধ দক্ষিণ-পূর্ব শাখার ট্রেন চলাচল। ডাউন ট্রেন না ঢোকায় ছাড়ছে না আপ ট্রেন। আটকে পড়েছে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনও।

# লালগোলায় হেরোইন সহ গ্রেফতার ১

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** ৫৪৮ গ্রাম হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো লালগোলা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লালগোলার কৃষ্ণপুর এলাকা থেকে ধৃতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম পিয়ারুল ইসলাম (৩১), তার বাড়ি খলিফাবাদ এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। হেরোইন চক্রে তার সঙ্গে আর কারা জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে লালগোলা থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে তোলা হয়।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

# রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: বাইতুল হিকমাহ: বাগদাদের অবিস্মরণীয় সেই লাইব্রেরি
- অণুগল্প: এক অন্যদিনের গল্প
- ধারাবাহিক গল্প: নগর
- ছড়া-ছড়ি: ফুটবলের মহানায়ক!

## ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

১০

### হিন্দুত্বের রাজনীতির বিপণন

এবার গুজরাট গণহত্যার বিবরণ। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেস পৌঁছাল ৪ ঘণ্টা দেরিতে। যেখানে ট্রেনের ৫ মিনিট দাঁড়ানোর কথা সেখানে সেদিন ট্রেন দাঁড়িয়েছিল ২৫ মিনিট। তারপর ট্রেন চলতে শুরু করে। গোধরা থেকে ১ কিলোমিটার দূরে চেন টেনে থামানো হল গাড়ি। জায়গাটা মুসলমান অধ্যুষিত সিগন্যাল ফালিয়া অঞ্চলের কাছে। ট্রেন থামল আর তার পরেই আগুন লাগল ট্রেনে। ২০ মিনিটের মধ্যে ট্রেনের এস-২ কামরা পরিণত হল অগ্নিকুণ্ডে। আগুনে ঝলসে, ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মারা গেল ২৬ জন মহিলা আর ১২ জন শিশুসহ ৫৮ জন যাত্রী।

কে আগুন লাগালো? কেন লাগালো? ২৮ ফেব্রুয়ারি 'দ্য হিন্দু' লিখছে: " প্রত্যক্ষদর্শীর মতে প্রায় ১২০০ করসেবক ছিল ওই ট্রেনে। তার কিছুদিন আগে অযোধ্যা যাওয়ার পথে ওই একই ট্রেনে সফররত করসেবকরা মুসলমান অধ্যুষিত গোধরা শহরের স্থানীয় মানুষদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিল। ঘটনার দিন সকালে তাদের ফিরতি পথে যখন ট্রেনটি গোধরা স্টেশনে ঢোকে, রামসেবকরা স্লোগান দিয়ে প্ররোচনা ছড়াতে শুরু করে। "

গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল যে মুসলমানরা হিন্দু করসেবকদের আক্রমণ করেছে। পরের দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালের সূর্যালোকে নেমে এল রাতের অন্ধকার। রাস্তা দাপিয়ে বেড়ালো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, দুর্গা বাহিনী, শৌর্যবাহিনীর সদস্যরা।শুধু সেদিন নয়, এরপরের কয়েক মাস ধরে চলে দাঙ্গা। সরকারি হিসেব অনুযায়ী দাঙ্গায় নিহত হয় ১০৪৪ জন, যার মধ্যে মুসলমান ৭৯০ জন। আহত হয় ২৫০০জন, নিখোঁজ হয় ২২৩ জন। কিন্তু বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা ২০০০-এরও বেশি। দেশ-বিদেশে ঝড় ওঠে নিন্দার। মুখ্যমন্ত্রী মোদি ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে দিলেন। ঠিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ব্যাপারে অভিযুক্তরা যেমন ক্লিন চিট পেয়েছিলেন।

আমরা বুঝলাম হিন্দুত্ব রক্ষা বড় কঠিন কাজ। সেই হিন্দুত্ব রক্ষার দোহাই দিয়ে, রামমন্দির গড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদি ক্ষমতায় এলেন ২০১৪ সালে। ঐতিহাসিক তনিকা সরকারের 'হিন্দু ন্যাশনালিজম ইন ইণ্ডিয়া' বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে লেখক-সাংবাদিক সেমন্তী ঘোষ বলেছেন যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক প্রকল্প ---" কাশ্মীরে সেনার দমন থেকে উত্তরপ্রদেশে ত্রাসের শাসন, গোরক্ষার গুণ্ডামি থেকে রামনবমীর অস্ত্রাভিযান, ভারতে হিন্দুত্ববাদ এখন তার শীর্ষ ছুঁতে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে।"

মনে রাখতে হবে হিন্দুধর্ম আর হিন্দুত্ববাদ এক নয়। হিন্দুধর্ম এক অরাজনৈতিক জীবনধারা। হিন্দুধর্ম সংগঠনহীন, কাঠামোহীন, প্রাতিষ্ঠানিক গঠনতন্ত্রহীন। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের জটিল মিশ্রণ থেকে গড়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞের মতে হিন্দুত্ববাদ ধর্ম নয়, জীবনধারা নয় ; এটা একটা সাম্প্রতিক ও আগ্রাসী রাজনৈতিক দর্শন যার মধ্যে জিঙ্গোইজম বা উগ্র দেশপ্রেম, উৎকট জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় সত্তা বিমিশ্রিত হয়েছে। মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতা লাভ করার পরে সেই হিন্দুত্ববাদের উৎকট বিকাশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। " ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও মোদির আমলে এর প্রমাণ পায় নি বিশ্ব। হিন্দুধর্ম ছাড়া সকল ধর্মের মানুষই মোদির আমলে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের নতুন নতুন রূপ বিশ্ব দেখেছে এই সরকারের আমলে। সুকৌশলে, সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে তার দল। শুধুমাত্র গোমাংস খওয়ার দোহাই দিয়ে মানবতার ইতিহাসের জঘন্যতম কাজটি করেছে সংঘ পরিবার। একটা শিশুর জীবনও রক্ষা পায় নি তথাকথিত গো-রক্ষকদের হাত থেকে।

" উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির বিপুল সাফল্যের পর যোগী আদিত্যনাথকে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করা হল তখনই স্পষ্ট বোঝা গেল যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রদেশটিতে অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে । কেন্দ্রে মোদি আর উত্তরপ্রদেশে যোগী—এই দুইজনের নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে গোটা দেশে। গো-রক্ষার নামে কট্টর মনোভাব, গরু পরিবহনকারীদের গণপিটুনি। তাতে মারা গেছে চার-পাঁচজন। "

( 'মোদির ভারত: হিন্দুত্ববাদ ও সাম্প্রদায়িকতার নয়া উত্থান ' / ওমর ফারুক )

বিপুল উৎসাহে রামমন্দির গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০০০কোটি টাকা ; পরবর্তী ব্যয়ের জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে আরও ৩০০০ কোটি টাকা। ২০২৪ সালে, লোকসভা নির্বাচনের আগে দ্বারোদ্ঘাটন হবে রামমন্দিরের। সেদিন একটা 'পরিকল্পিত সংঘর্ষে'র অশঙ্কা থেকে যায়। রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময় হিন্দুত্ববাদীরা স্লোগান দিয়েছিলেন: 'ইয়ে তো স্রিফ ঝাঁকি হ্যায় / কাশী মথুরা বাকি হ্যায়।' কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদ এবার তাঁদের লক্ষ্য কি না কে জানে ! কিন্তু কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের মোহন্ত বলে ফেলেছেন একটা বেসুরো কথা। তিনি বলেছেন:

১] আওরঙ্গজেবের চেয়ে বেশি মন্দির ভেঙেছেন মোদি ও তাঁর দল। কাশী বিশ্বনাথ করিডোর তৈরি করতে গিয়ে অনেক শিবলিঙ্গ ফেলে দেওয়া হয়েছে।

২] হিন্দুইজম মোদি ও তাঁর দলের ব্যবসা।

ইতিহাসের পাঠ্যসূচি থেকে মুসলমান আমল বাদ দেওয়া, হিন্দুত্ববাদের পাহারাদার হিসেবে অ্যান্টি-রোমিও স্কোয়াড গঠন, বিখ্যাত অভিনেতা শাহরুখ খান-আমির খান-সলমান খানকে পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করার কথা বলা, কেরালা-উত্তরপ্রদেশ-গুজরাট-ছত্তিশগড়ে চার্চগুলিকে ভাঙচুর করা, ওস্তাদ গুলাম আলিকে মনে করিয়ে দেওয়া যে তিনি মুসলমান ও শত্রুদেশের মানুষ, তিন তালাক বিরোধী আইন, লাভ জিহাদের অভিযোগে নির্যাতন, মুসলিম ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক স্থান নামের পরিবর্তনের হিড়িক মোদির দলের কর্মসূচি।

আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করব আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে। সে প্রতিবেদন পড়ে মনে হতে পারে লোকসভা নির্বাচনের আগে আবার হিন্দুত্ববাদের একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে চান মোদি ও তাঁর দল :

নানা পোশাকে পুজো পিথোরাগড়ে, হিন্দুত্বের বার্তা দিলেন মোদি উত্তরাখণ্ডে আপাতত কোন ভোট নেই। কিন্তু সেখানে রয়েছে বহু প্রাচীন মন্দির। রয়েছে পাহাড়ঘেরা নির্মল নিসর্গ। ভোটমুখী রাজ্যে বার্তা দেওয়ার জন্য উত্তরাখণ্ড যথেষ্ট উপযুক্ত।

নয়াদিল্লির রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই দুটিকেই কাজে লাগিয়েছেন বিচক্ষণ ভাবে, যা আসন্ন বিধানসভা ভোটের মুখে দাঁড়ানো রাজ্যগুলির ভোটারদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি আরও পোক্ত করার বার্তাবহ। একের পর এক মন্দিরে গিয়ে ধ্যান, পূজা, আরতি, শঙ্খধ্বনি, ডুগডুগি বাজিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতির পালে তাতে দিনভর বাতাস লেগেছে। মনে করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে মোদি তৈরি করেছেন নিপুণ এক দৃশ্য তৈরির রাজনীতি। কোনও মন্দিরে তিনি পরেছেন সাদা পাগড়ি সাদা আলখাল্লার মতো ঝুলওয়ালা স্থানীব জনজাতির পোশাক।

আবার পরের মন্দিরে তাঁকে দেখা গিয়েছে কালো কুর্তা সাদা চুড়িদারে। ক্যামেরা তাঁকে ধরেছে স্থল ও অন্তরীক্ষ থেকেও। তিনি হেঁটে গিয়েছেন পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে . ক্যামেরা দেখিয়েছে, যেন এক দীর্ঘ পাহাড়ি পথে তিনি একাকী পথিক।

আজ উত্তরাখণ্ডের গ্রামোন্নয়ন, সড়ক . শক্তি, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিপর্যয় মোকাবিলার মতো বিভিন্ন বিষয়ে ৪২০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন মোদি। সেই সঙ্গে পিথোরাগড়ে পার্বতী কুণ্ড, আদি কৈলাশ মন্দির, যোগেশ্বর মন্দিরে পুজো ও আরতি করেছেন।

পুজো দেওয়ার পর গুঞ্জি গ্রামে স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। মোদি বলেন,' বিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিরক্ষার এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি।

উত্তরাখণ্ডের উন্নয়ন এবং এখানকার মানুষের বিকাশ আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্যগুলির একটি। এই দশকটি উত্তরাখণ্ডের দশক হতে চলেছে।' তাঁর প্রিয় ডবল এঞ্জিন সরকারের সুফলতত্ত্ব এখানেও আমদানি করেছেন মোদি।

*চলবে...*

---

## বাগদাদের অবিস্মরণীয় সেই লাইব্রেরি

# বাইতুল হিকমাহ

**ইমতিয়াজ আহমেদ**

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিক উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল বাগদাদ। বিজ্ঞানচর্চায় তাদের অর্থায়নের অন্যতম উদাহরণ বাগদাদের বিখ্যাত লাইব্রেরি, বাইতুল হিকমাহ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হাউজ অব উইজডম। পঞ্চম শতকের আশপাশ থেকে অন্তত নবম শতক পর্যন্ত এই লাইব্রেরির সংগ্রহ ছিল বিশ্বে সবচেয়ে বড়। এর অঙ্গন সর্বদা মুখরিত থাকত তৎকালীন বড় বড় পন্ডিতদের ভিড়ে।

**প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ**

বায়তুল হিকমাহর ধারণার সূচনা হয় বাগদাদ প্রতিষ্ঠার সময়। আব্বাসীয়দের দ্বিতীয় খলিফা, আল-মনসুর এখানে রাজধানী সরিয়ে আনেন। উদ্দেশ্য ছিল দামেস্ককেন্দ্রিক উমাইয়াদের প্রভাব একেবারে মুছে ফেলা। এই অঞ্চলে ইসলামি শক্তি সাসানিদদের প্রতিস্থাপন করে। তবে তাদের প্রভাব রয়ে গিয়েছিল আব্বাসীয় দরবারে। ফলে পুরনো সাম্রাজ্যের অনেক রীতিনীতি রয়ে যায়। সাসানিদ অভিজাতেরা বই জমা রাখার জন্য ঘর বানাতো, যার নাম ganj। আরবিতে এর প্রতিশব্দ খিজানাহ। আল-মনসুর বাগদাদে তেমন কিছু করতে চাইলেন। খলিফা আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি থেকেও অনুপ্রাণিত হন। তার ইচ্ছে বাগদাদে এমন একটি সংগ্রহ গড়ে তোলা যার নাম হবে খিজানাত আল-হিকমাহ (Khizanat al-Hikmah/ Library of Wisdom)। ৭৭৫ সালে মারা যান তিনি। তার স্বপ্ন সত্যি করেন খলিফা হারুন আল-রশিদ (Harun al-Rashid)। ৭৮৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই রাজদরবারের লাইব্রেরির একাংশ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন তিনি। উজির ইয়াহইয়া আল-বারমাকির (Yahya Al Barmaki) ওপর দায়িত্ব পড়ে বড় পরিসরে লাইব্রেরি তৈরি করার।

প্রাথমিক পর্যায়ে খলিফার দাদা এবং বাবার কাছে থাকা শিল্পসাহিত্য আর বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের ঠাঁই হয় লাইব্রেরিতে। পারস্যের উপকথা, সাসানিয়ান জ্যোতির্বিদদের লেখনি ইত্যাদি আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এজন্য নিয়োগ পেয়েছিলেন অনুবাদক এবং বই বাঁধাইকারকেরা। এই পর্যায়ে অবশ্য প্রাচীন পারস্যভাষার গ্রন্থই কেবল আরবিতে অনুবাদ হয়েছিল।

হারুন আল-রশিদের পুত্র পরবর্তী খলিফা আল-মামুনের সময় এই পাঠাগার চূড়ান্ত উৎকর্ষ অর্জন করে। ৮১৩ থেকে ৮৩৩ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন আল-মামুন। মূল ভবনকে পরিবর্ধিত করে তিনি একটি অ্যাকাডেমি স্থাপন করেন, এর নামই হয় বাইতুল হিকমাহ (the House of Wisdom)। ৮২৯ সালে আল-মামুন এখানে একটি মানমন্দিরও (observatory) বানিয়ে দেন।

সংগ্রহশালা বাড়াতেও নানা পদক্ষেপ নেন খলিফা। কিংবদন্তী আছে- সিসিলির রাজকীয় লাইব্রেরির পুরোটাই নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তৎকালীন বিশ্বে বিজ্ঞান আর গণিতের উঁচুমানের কিছু পাণ্ডুলিপি ছিল সেখানে। আল-মামুন মূলত সেগুলো কপি করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে সিসিলিতে বার্তা পাঠান তিনি। রাজা তার উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ করেন। তাদের মতামত ছিল গ্রন্থাগারের এসব বই তাদের পূর্বপুরুষদের কোনো উপকারে আসেনি, এগুলো দিয়ে দেয়াই ভাল। রাজা এরপর খলিফাকে সম্পূর্ণ লাইব্রেরিই দিয়ে দেন। বলা হয়, ৪০০ উট লেগেছিল সমস্ত বই নিয়ে আসতে।

**জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান**

বাইতুল হিকমাহর সাথে জড়িয়ে আছে বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর কাহিনী। এদের অন্যতম মুসা আল-খাওয়ারিজমি। একাধারে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী এই ব্যক্তি বীজগণিতের জনক বলে অভিহিত। জাতে পারসিক আল-খাওয়ারিজমি ভূগোল, গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে রচনা করেছেন অনেক মূল্যবান পুস্তক। ৮২০ সালে তাকে লাইব্রেরির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

বাইতুল হিকমাহর নিয়মিত দর্শনার্থীদের মধ্যে আরো ছিলেন বনু মুসা ভ্রাতৃত্রয়- মুহাম্মদ, আহমাদ এবং হাসান। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় ছিল তাদের পদচারণা। যন্ত্র-প্রকৌশল বা মেকানিক্সের বিকাশে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাইতুল হিকমাহর অন্যতম একটি কাজ ছিল বিজ্ঞানের বই গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করা। বলা হয়, এই কাজকে প্রণোদনা দিতে চমকপ্রদ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন খলিফা আল-মামুন- অনূদিত বইয়ের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দেয়া হবে অনুবাদককে।

গ্রীক পন্ডিতদের অনেক লেখা আরবিতে তর্জমা করা হয়েছিল। পিথাগোরাস, প্লাটো, অ্যারিস্টোটল, হিপোক্র্যাটস, গ্যালেন, সক্রেটিস, ইউক্লিড কেউ বাদ যাননি।

আল-কিন্দি জড়িত ছিলেন অ্যারিস্টোটলের অনুবাদকর্মে, হুনায়ন ইবন ইশহাক করেছিলেন হিপোক্র্যাটসের ভাষান্তর। আরো অনেক প্রসিদ্ধ অনুবাদকের লেখা জমা ছিল বাইতুল হিকমাহতে। উল্লেখযোগ্য হলেন আল-বাতরিক (Yahya Ibn al-Batriq), হাজ্জাজ ইবন মাতের (Hajjaj Ibn Mater), আল-বুলবাকি (Qosta Ibn Luqa al Bulabakki), ছাবিত ইবন-কুরাহ (Thabit Ibn Qurah) এবং আরো অনেকে। সংস্কৃত থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ ভাষান্তরে বাইতুল হিকমাহর অবদান অনেক। এর ফলেই আরব গণিতবিদেরা শূন্যের ধারণা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পান। সংখ্যা বোঝাতে ভারতে আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। এর উন্নয়ন ঘটিয়ে বর্তমান আরবি সংখ্যাপদ্ধতির প্রচলন হয়। এই বাইতুল হিকমাহতে বসেই আল জাহিজ নানারকম প্রাণীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রচনা করেছিলেন বিখ্যাত 'The Book of Animals'। আল-মালিক নির্ণয় করেছিলেন এমন পরিমাপ যা ব্যবহার করে পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণ করেছিলেন ভবিষ্যৎ জ্যোতির্বিদরা।

বলা হয়, গ্রন্থাগারে পা রাখলে আরবি, ফারসি, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন হেন কোনো ভাষা নেই যা শোনা যেত না। লিঙ্গ, ধর্মবিশ্বাস, গায়ের রঙ, জাতপাত, ভাষা যা-ই হোক, কারো জন্যই বন্ধ ছিল না লাইব্রেরির দরজা। হুনায়ন ইবন ইশহাকের কথাই ধরা যাক। পেশায় চিকিৎসক হুনায়ন ছিলেন খ্রিষ্টান, কিন্তু সেজন্য লাইব্রেরির দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি তার সামনে। বরং মেধাকে আরো বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। জ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রেখেছেন হুনায়ন। পৃথিবীর ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা এসব নিয়েও কাজ আছে তার। গ্রীক ওল্ড টেস্টামেন্ট (Septuagint) আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি, দুঃখজনকভাবে সেটা হারিয়ে যায়।

**ধ্বংস**

আল-মামুনের মৃত্যুর পর থেকেই মূলত ধীরে ধীরে বাইতুল হিকমাহর অবক্ষয় শুরু হয়। পরবর্তী খলিফা আল-মুতাসিমের সময় আব্বাসীয়রা দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে সামারায় প্রশাসনিক অনেক কিছু সরিয়ে নেয়। এরপর থেকে সম্ভবত পরবর্তী খলিফারা লাইব্রেরি টিকিয়ে রাখলেও এর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেননি। তবে জ্ঞানপিপাসুদের কাছে এর আবেদন কমেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলতে থাকে অনুবাদকর্ম।

বাইতুল হিকমাহ চূড়ান্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ত্রয়োদশ শতকে। ১২৫৮ সালে ঝড়ের মতো ইরাকে ঢুকে পড়ে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী, বাগদাদ তছনছ করে দেয় তারা। নির্বিচার নরহত্যায় লাল হয়ে যায় টাইগ্রিসের পানি। এককালের জৌলুষময় বাগদাদকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় মোঙ্গলরা। এর সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বাইতুল হিকমাহ। জ্যোতির্বিদ আল-তুসি (Nasir al-Din al-Tusi) অবশ্য কিছু বই রক্ষা করতে সক্ষম হন। পরিস্থিতি বুঝে আগেই সেগুলো তিনি সরিয়ে ফেলেছিলেন ইরানের মারাঘেহ মানমন্দিরের লাইব্রেরিতে।

**প্রভাব**

বাইতুল হিকমাহর প্রকৃত প্রভাব নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। অনেকেই মনে করেন, যেসব অনুবাদের সাথে এর নাম জড়ানো হয়, তার অনেকগুলোর পেছনে বাইতুল হিকমাহ'র কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এর প্রভাবে লাইব্রেরি গড়ে তোলার চর্চা শুরু হয় চারদিকে। অনেক ধনবান ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে নির্মাণ করেন স্থানীয় পাঠাগার।

অন্যান্য রাষ্ট্রও বাগদাদের আদলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করে। ইসলামিক বিশ্বের নামজাদা বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করতে তৈরি করা হয় বিশাল বিশাল লাইব্রেরি। কর্ডোবাতে দশম শতকে দ্বিতীয় আল-হাকাম তেমনই একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেন। এই পথ ধরে দ্বাদশ শতকে আন্দালুসিয়ার টলেডো পরিণত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম পীঠস্থানে। সব ধর্ম-বর্ণের পন্ডিতেরা ভিড় জমান এখানে। আরবি থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হতে থাকে নানা গ্রন্থ।

১০০৫ সালে কায়রোতে ফাতিমীয় খলিফা আল-হাকিম প্রতিষ্ঠা করেন দারুল হিকমাহ (Dar al-Hikma)। প্রায় ১৬৫ বছর বাইতুল হিকমাহর পাশাপাশি উচ্চারিত হয়েছে এর নাম। অন্যান্য মুসলিম দেশেও একইভাবে জ্ঞানের ঘর বা দারুল ইলম (Dar al-'Ilm) তৈরি করেন শাসকরা।

# নগর

আহমদ রাজু

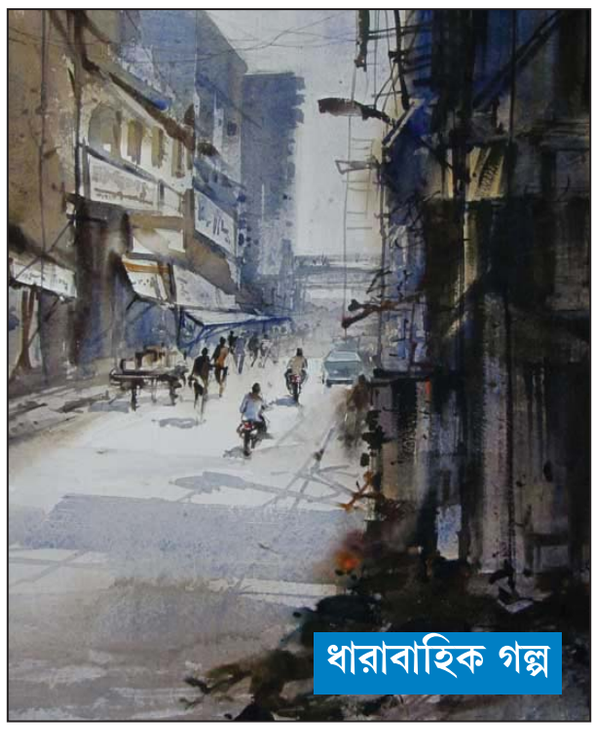


এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসে যতনা উৎসাহ-উদ্দিপনা নিজের ভেতরে অনুভব করছে তার সিঁকি ভাগও এর আগে একবারও অনুভবে আসেনি নেহার। কেন এমন হচ্ছে তা মনের কাছে বারবার প্রশ্ন করলেও উত্তর পায় না সে। অতিথিদের সরগরম চারিদিক। জাঁকজমক বিয়ে বলতে যা বোঝায় তার সবকিছু এখানে। এলাকাবাসী সবাই এসেছে বিয়েতে। নেহার বিয়ে বলে কথা! এলাকার সর্বজন পরিচিত। কে না চেনে তাকে! এই নগরে এক যুগেরও বেশি সময় অতিবাহিত করলেও টুটপাড়াতে ছ'মাস তের দিন। তারপরও অল্পদিনে সবার পরিচিত হয়ে উঠেছে কোন এক অদৃশ্য কারণে। তাইতো সবার দৃষ্টি ছিল এই বিয়ের অনুষ্ঠানের দিকে। নেহার মা তরিমন বিবি সবার মন রক্ষা করার চেষ্টা করে। তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা! জামায় দুবাই প্রবাসী; খুব বড়লোক! অনেক ধুয়াশা- অনেক কুয়াশা থাকলেও কেউ কোন কথা বলে না। কিছু জানারও চেষ্টা করে না। তার বিশেষ কারণ, এলাকার বড় ভাই- রাজনীবিদদের সাথে নেহার বেশ দহরম মহরম যে। এ কারণে উঠতি বয়সী তরুণ-যুবকরা তার দিকে তাকাতে সাহস না পেলেও নেহার মনের বন্দরে তারা যে নোঙ্গর ফেলে প্রতিনিয়ত তা তাদের চোখ-মুখ দেখে সহজেই বোঝা যায়। শুধু প্রাণহীণ দেহের মতো তারা মুখ থেকে উচ্চারণ করতে পারে না কিছু। নেহার বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও মেকআপ- ফেস পাওডার বয়সটাকে পরম মমতায় লুকিয়ে রাখে। যেমন করে মা মুরগী তার ছানাদের শত্রুপক্ষের হাত থেকে লুকিয়ে রাখে।

সে বেশ পুরোনা কথা। যশোরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম ভিটাবল্যা। দু'পাশে মন জুড়ানো দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত আর মাঝ দিয়ে চপল মেয়ের মতো বয়ে চলা মেঠো পথ। পথের শেষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো স্থানে মালেক মাষ্টারের বাড়ি। স্থানীয় হাইস্কুলে মাস্টারীর বয়স দশ বছর পার হলেও সরকারী তালিকাভূক্ত হয়নি সে। কোন অদৃশ্য কারণে হয়নি তা আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হচ্ছে সবার সামনে। বিশেষ করে সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সব অস্পষ্টতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে মামা-খালু আর সমানভাবে অর্থের জোর আবশ্যক। এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে চার জনের ছোট্ট সংসার। সংসার ছোট হলে কী হবে, খরচ তাকে বার বার বড় করে তোলে। স্কুল থেকে যা যৎসামান্য পায় তা দিয়ে সংসার একদমই চলে না। সে কারণে সকালে ও বিকালে প্রাইভেট পড়ায় জনা বিশেষ ছাত্র-ছাত্রী। কোন বাধ্য বাধকতা নেই ফিসের ব্যাপারে। যে যা দেয় তাতে খুশি মালেক মাষ্টার।

উচ্চাভিলাষী আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা একই শব্দের প্রতিরূপ হলেও একটার সাথে আর একটার পার্থক্য অনেক। উচ্চাভিলাষী লোকেরা অর্থ- আভিজাত্য আর ব্যক্তিত্বকে একাকার করে ফেলে। যে কারণে তারা অসুখী হয়-ই। ওপর ওপর যতই দেখিনা কেন মুখে স্বাচ্ছন্দ ভেতরে ভেতরে তারা ততটাই ব্যথিত-মর্মাহত। আর উচাকাঙ্ক্ষা যাদের মাঝে বিরাজ করে তারা ব্যক্তি- আভিজাত্য আর অর্থকে নিজের কাছে রাখতে চায় অভিজাত পরিবারের মত। কম দামের মধ্যে ভাল পণ্য তারা ক্রয় করতে পছন্দ করে।

কমলা মেয়েবেলা থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ডুবে থাকে। সে পরিপাটি থাকার চেষ্টা করে। স্কুল মাষ্টারের মেয়ে হলেও লেখাপড়ায় সে ততটা ভাল না। টেনেটুনে বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করে। মেয়ের লেখাপড়ার অবনতিতে মালেক মাষ্টার মেয়েকে শাসায়-কম বেশি কথা বলে। কমলার মা তরিমন বিবি চায় মেয়ে যেভাবে পড়ালেখা করছে সেভাবেই করুক। এ নিয়ে তরিমন বিবির সাথে মালেক মাস্টারের প্রতিনিয়ত কথা কাটাকাটি হয়। তরিমন বিবির কথা, 'ক'দিন পরে পরের ঘরে যেয়ে তো সেই বাসন মাজা- রান্নায় ব্যস্ত সময় পার করতে হবে তাকে। তাছাড়া যে বাবা মেয়ের সব চাহিদা-আব্দার পূরণ করতে পারে না তার অন্তত শাসন করা সাজে না।'

মালেক মাস্টার যে স্কুলের শিক্ষক সেই স্কুলে পড়ে কমলা। অধিকাংশ দিন সে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে স্কুলের উত্তর পাশের আম গাছের নিচে বখাটে ছেলেদের সাথে আড্ডায় মেতে ওঠে যা মালেক মাস্টারের নজর এড়ায় না। দিন বাড়ার সাথে সাথে মেয়ের আব্দার-উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে মালেক মাস্টার। মানুষ গড়ার কারিগর হলেও বাড়িতে তার অবস্থান একেবারে ভিন্ন। নিজেকে সামলাতে না পেরে দু'দশ কথা বেশি বলে ফেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে। এমনিতে বিনা বেতনের স্কুল মাষ্টার, তার ওপর কঠিণ শাসন। কোন কিছু ভাল লাগে না তরিমন বিবির। স্ত্রী-সন্তানের চাহিদা পূরণ করতে পারে না যে মানুষ তার সাথে থাকার কোন মানে হয়না। পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেকে বাড়িতে রেখে মেয়েকে নিয়ে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আর ওমুখো হয়নি।

স্বাচ্ছন্দ্য আর আভিজাত্যের লোভে ঢাকায় যেয়ে পরিচিত একজনের মাধ্যমে গার্মেন্টে কাজ নেয় তরিমন বিবি। রোজগার একেবারে খারাপ না। তাছাড়া গার্মেন্টেসের সুপারভাইজারের সাথে দহরম-মহরম থাকায় বেশ সুবিধাই হয়েছে। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই সে তের বছরের এক মেয়ের মা। তাইতো অনেকের নজর পড়ে তার দিকে। যা লুফে নিতে দ্বিধা করে না তরিমন বিবি।

সুপারভাইজার, ফোরম্যান থেকে শুরু করে ম্যানেজার-মালিক পর্যন্ত তরিমন বিবির সান্নিধ্য চায়। তরিমন বিবি নিরাশ করে না কাউকে। সে কাটাহীন ফুলের গন্ধ বিলিয়ে যায় অহর্নিশ।

অর্থের অভাব নেই। নেই কোন টানাপোড়েন। আভিজাত্য বলতে যা বোঝায় তার সবই আছে। আর উচ্চাভিলাষীতা? সেতো পূরণ হচ্ছে হরদম। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নেহা নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে। তার শরীর-মন জানান দেয় সে বড় হয়েছে। এখন তার নিজেকে গোছানোর সময়। আগেই বলে নেওয়া ভাল ঢাকা শহরে আসার পর কমলা নামটা গ্রামে ফেলে আসে তরিমন বিবি। শহরে এসে কমলা হয়ে যায় নেহা। যেমন করে কেউ বাড়িতে ফেলে আসে, ঘড়ি, চশমা, মোবাইল আরো কত কি। শুধু তারা ভুল করে ফেলে আসে। আর তরিমন বিবি ইচ্ছা করেই ফেলে এসেছে ছোট্ট ছেলে আর মেয়ের নামটা। দিনের আলো যেমন আঁধারের মাঝে হারিয়ে যায় তেমনি মেয়ের আসল নাম আর অবুঝ ছোট্ট ছেলেকে মন থেকে মুছে ফেলে তরিমন বিবির পাষাণ হৃদয়।

গোপিবাগের ভাড়া বাড়িতে নতুনের আগমন বাড়তে থাকে। আগে আসতো তরিমন বিবির টানে। এখন আসে নেহার টানে। এলাকার যুবকশ্রেণীর মধ্যে নেহাকে নিয়ে মুখোরচক গল্প ঘুরে বেড়ায় দেদারছে। কখনও খারাপ- কখনও ভাল। কেউ পক্ষে- কেউ বিপক্ষে। কারো মন দোলে তো কারো শরীর দোলে। এই দোলাচলের মধ্যে নেহা একদিন এলাকার উঠতি মাস্তান কুত্তা ফারুককে বিয়ে করে নিজের বাড়িতে আসে। নেহার মা তরিমন বিবি বিষয়টিকে খারাপভাবে নেয়নি মনে হয়। সে মেয়ের সিদ্ধান্তের বাইরে আগেও কোনদিন কিছু ভাবেনি এখনও না। তাইতো নতুন জামাইকে সাদরে গ্রহণ করে।

কুত্তা ফারুককে কে না চেনে মহল্লায়! সকল অপকর্মই তার ঝুলিতে ঠাসা। মাস্তানগিরি বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুতে সিদ্ধহস্ত সে। তাইতো এই মহল্লার হাতে গোনা দু'একজন বাদে সবাই তাকে ঘৃণা করে- ভয় পায়। সেই তাকে নেহা বিয়ে করায় এলাকাবাসী অবাক হয়নি। বরং ভেবেছে যা হয়েছে সমানে সমানে। হাত ধরাধরি করে দু'জনে যায় রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে, পার্কে। কোন কার্পণ্যতা নেই, জড়তা নেই। আছে শুধু নিঃসীম ভালোবাসা। এই ভালোবাসার শেষ পরিণতি কোথায় তা দেখতে অপেক্ষা সবার। কুত্তা ফারুককে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে দু'টি বিষয় খুব ভেবেছে নেহা। এক, দলীয় উঠতি নেতা। বর্তমানে তার মুখের ওপর কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। দুই, তার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল। শহরের এক বড় নেতার হয়ে কাজ করায় এলাকার মিল-কলকারখানার সকল প্রকার টেন্ডারবাজীতে তার অবস্থান সবার ওপরে। শুধু নামের আগে 'কুত্তা' নামটা নেহাকে বিচলিত করেছিল সত্য। পরক্ষণে নামের পেছনের কারণ জানার পর 'নামে কী বা আসে যায়' ভেবে সবকিছু মেনে নিয়েছিল ক্ষণেক ভালোবাসায়। ছোটকাল থেকেই ফারুককে দেখামাত্র মহল্লার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতো সমানে। ফারুক নিজেকে সামলাতে না পেরে কুকুরদের তাড়া করে। কুকুর দৌড়ায় সে দৌড়ায়। প্রতিনিয়ত এভাবে চলতে থাকায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোথাও কুকুর দেখলেই ফারুক তাকে তাড়া করতো তাতে সে ঘেউ ঘেউ করুর বা না করুক। এভাবে চলতে থাকায় কখন যে নামের আগে কুত্তা শব্দটা যোগ হয়ে গেছে তা সে নিজেও জানে না।

রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতার পালাবদল চলতেই থাকে। আজ যে ক্ষমতার মসনদে কাল সে জেলের চার দেয়ালে বন্দী। শহরের বড়ভাই নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কুত্তা ফারুকের ক্ষমতার দাপট শেষ হয়ে যায়। সে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। নেহাও কুত্তা ফারুকের কাছ থেকে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানে। সে কুত্তা ফারুককে যৌতুক-আর শারীরীক অত্যাচারের মামলার ভয় দেখায়। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরের গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে ক্ষণেক পরে ছেড়ে দিলে যেভাবে পালিয়ে বাঁচে ঠিক তেমনি সকল শর্ত মেনে পালিয়ে বাঁচে কুত্তা ফারুক। তাকে আর এলাকায় দেখা যায় না। টাকা পয়সা- গহনা নিয়ে খুলনা নগরে চলে আসে নেহা আর তার মা।

সুমনের সাথে ইদানীং বেশ দহরম-মহরম নেহার। ইস্কাইপে দু'জনের ভিডিও কলে কথা হয়। হয় মন দেওয়া নেওয়া। দু'জনে সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। বাঁধ সাধে সুমনের দেশে ফেরা নিয়ে। সে সিঙ্গাপুরে গিয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। সর্বোচ্চ বছর খানেক হবে। বাড়িতে বিয়ের কথা বলায় আপত্তি করে সুমনের বাবা-মা। কৃষক পরিবারের ছেলে সুমন। ধার দেনা করে তার বাবা বিদেশ পাঠিয়েছে সংসারের স্বচ্ছলতা আনায়নের উদ্দেশ্যে। আর সুমন কি না.....! তবুও ছেলে বলে কথা। শেষ পর্যন্ত বাবা- মা রাজী হয়। শুধু অপেক্ষা করতে হবে আরো দুই বছর। সুমন তৎক্ষণাত রাজী হলেও মন মানে না তার। তাইতো কিছুদিন পরেই বাবা-মাকে না জানিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে সরাসরি খুলনায় চলে আসে নেহার কাছে। তার বাবা-মা জানতেও পারেনা যাকে অনেক কষ্টে- অনেক স্বপ্নের জাল বুনে বিদেশে পাঠিয়েছে সেই ছেলে ফিরে এসেছে তার প্রিয় মানুষের কাছে! আজ হোক কাল হোক তারা বিষয়টি জানতে পারবে। তখন তাদের মনের কী অবস্থা হবে তা বোধকরি কাউকেই বলে বোঝাতে হবে না।

নেহাদের বাসায় এক যুবক ছেলে গত ক'দিন থেকে আছে যা ভালচোখে দেখেনা লোকজন। বিশেষ করে উঠতি বয়সি তরুণ-যুবকরা। তারা অপেক্ষায় থাকে বিশেষ কিছু মুহূর্তের। সকালে তরিমন বিবিকে বাজারের দিকে যেতে দেখে বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় সবাই। তারা কোন রকম শব্দ না করে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। কলিং বেল চাপ দিলে ইতস্তত হয়ে নেহা দরজা খোলে। চুলগুলো এলোমেলে, ঠোঁটের লিপিস্টিক নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে মুখের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। ঘরের ভেতরে অন্য কেউ আছে কিনা জানতে চাইলে, কোন ভনিতা না করে নেহা সরাসরি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ আছে।' আর এই আছে শব্দটাই সামনের অনেক পথ সহজ করে দেয়। লোকটা কি হয়, কেন হয়, কিভাবে হয় এমন প্রশ্ন করলে নেহা সত্য কথাই প্রকাশ করে। তারা তখন সুমনের মত নিয়ে কাজী ডেকে তখনই দু'জনের বিয়ে দিয়ে দেয়। নেহার মুখ দেখে কোন কিছু স্পষ্ট বোঝা না গেলেও সে যে এমন একটা কিছু চাচ্ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইতিমধ্যে সুমনের অর্থে টান পড়ে। যে টাকা নিয়ে সে দেশে এসেছিল তা সবই শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ নেহা এক, দুই, তের, কুড়ি করতে করতে সবই তার নিজ আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছে। মা কাঁকড়া যেমন করে তার সন্তানদের বুকের ভেতরের সমস্তটা উজাড় করে দেয় ঠিক তেমনি সুমন নিজের সঞ্চয় সমস্তটাই দিয়ে দেয় নেহার হাতে। সুমনের অর্থনৈতিক হাত এখন কাঁকড়া মায়ের মত শুধু খোলস ছাড়া আর কিছুই নয়। নেহার কাছে হাত খরচের টাকা চাইলে সে দেয় না। 'তুমি এমন কোন রাজ টাকশাল রেখে দাওনি যে তাই তোমাকে দিতে পারবো।' সোজা সাপটা উত্তর নেহার। সে আবারো বলে, 'অনেকদিন তো হলো। এবার বাড়ি মুখো হও। টাকা-পয়সা জোগাড় করে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।'

তরিমন বিবি বলে ওঠে, 'তা বাবা, আর কত দিন? বিয়ে হয়েছে পনের দিন গত হয়েছে, এটু বাড়ি মুখো হও। কতকাল আর এভাবে এখানে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকবা?' এমন কথা শোনার জন্যে কোনরূপ প্রস্তুত ছিল না সুমন। সে তো এই বিষয়টা ভাবেই নি। তবে এটা ভেবেছিল বিয়ে করে নেহাদের বাড়িতে থেকে যাবে। প্রথমে ভেবেছিল খুলনা নগরে নেহাদের নিজস্ব বাড়ি। সে কারণে থাকা না থাকার কোন বিষয় সামনে আসার সুযোগ পায়না।

'আমি বাড়ি যাবো কোন মুখে?' নরম স্বরে সহজ বাক্য সুমনের। খেঁকিয়ে ওঠে নেহা, 'বিয়ে করার সময় ওজন ছিলনা তোমার? বিয়ে করলে যে বাড়িতে নিয়ে যেতে হয় তাও কী শেখাতে হয় কাউকে?'

'তখনতো এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলো নি?'

'যে বিয়ে করতে বোঝে তাকে অন্তত বিয়ের পরের কিছু বোঝাতে হয় না।'

'আচ্ছা মানলাম তোমার কথা, আমি আবার সিঙ্গাপুরে ফিরে যাচ্ছি। এবার এসে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবো।'

তরিমন বিবি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে জামাই-মেয়ের কথা শুনছিল নিশ্চুপ।

বলল, 'হ্যাঁ, তাই যাও। টাকা পয়সা রোজগার করে আমার মেয়েকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেও।'

'বিমান ভাড়ার টাকা দাও। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে যেতে চাই।' নেহাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'টাকা! আমি টাকা কোথায় পাবো?'

'আমি যা তোমার কাছে রেখেছিলাম তার থেকে দাও। আমি যেয়ে এক মাসের মধ্যে আবার পাঠিয়ে দেবো।'

'তোমার টাকা আমার কাছে থাকবে কেন?'

*চলবে.....*

# এক অন্যদিনের গল্প

শংকর সাহা

সন্তোষলেনের পশ্চিম দিকের বৃদ্ধাশ্রমটাই এখন সুবিরেশ বাবু ও তার স্ত্রীর একমাত্র ঠিকানা। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর প্রথম যখন বৃদ্ধাশ্রমে আসেন তখন প্রধান দরজায় বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা "অবসর" লেখাটির দিকে নজর পড়ে সুবিরেশ বাবুর। একভাবে চেয়ে থেকে স্ত্রীকে বলেন, 'জানো সুনন্দা, আজ সমাজ আমাদের অবসর করে দিয়েছে। তাই হয়তো এই অবসরই আমাদের শেষ ঠিকানা।'

সেদিন হঠাতই পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে তাহার। যখন তাহার একমাত্র ছেলে বাবান ছোটো ছিল তখন তিনি প্রায় সংস্কৃত শ্লোকটি শোনাতেন " পিতা স্বর্গ,পিতা ধর্ম..."কিন্তু আজ সে সবই অতীত। আজ যেন নিজের ছেলেও অপরিচিতের মতন কথা বলে।সেদিন ছিল বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস।সকাল থেকেই ছিল সাজো সাজো রব।অনেক অতিথি আসবেন,আসবেন অনেক শিল্পীও।ঘুরে দেখবেন বৃদ্ধাশ্রম।বিকেল হতেই অফিস থেকে জানানো হয় সবাইকে অডিটোররিয়ামে আসতে হবে। সুবিরেশ বাবু সেদিন একটা নতুন ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে সবার সাথে সেদিন অডিটোররিয়ামে পৌঁছোয়। মঞ্চে তখন বড়ো বড়ো অতিথিরা। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বে সবাই বৃদ্ধাশ্রম ঘুরে দেখছে তখন হঠাৎই সুবিরেশ বাবু হাত নেড়ে ডাকলেন একজনকে। "বাবা, তোমার নাম কি? একটু শুনবে?"

"হ্যাঁ বলুন"..আমি ইন্দ্রনীল সান্যাল।"

সুবিরেশ বাবু পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন .."তুমি চিঠিটি এই ঠিকানায় একটু পৌঁছে দেবে,?আমার ছেলে বাবান হয়তো অভিমান করে আমাদের খবর নেয়না ।কতো মাস হয়ে হয়ে গেল.."

"ঠিক আছে,দিন?"

পরের দিন ইন্দ্রনীল সেই ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারে প্রায় মাস তিনেক আগে ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে সুবিরেশ বাবুর ছেলে বাবান বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। খবরটি শোনার পর সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সুবিরেশ বাবু ও তার স্ত্রীর অসহায় মুখটি ভেসে আসে । নিরুপায় হয়ে সুবিরেশ বাবুর ছেলের কথনে কয়েকটি বাক্যে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয় ইন্দ্রনীল সেই বৃদ্ধাশ্রমে।

এরপর কেটে যায় কয়েকটি দিন... সরকারী দপ্তরের অডিটর হবার সুবাদে সেইদিন আবারো বৃদ্ধাশ্রমে আসতে হয় ইন্দ্রনীলকে।

ইন্দ্রনীলকে দেখামাত্রই সুবিরেশ বাবু ও তার স্ত্রী আনন্দে হাসি মুখে সেই চিঠিটি দেখিয়ে বলেন, "জান বাবা ,আমাদের ছেলে বাবান চিঠি পাঠিয়েছে। ও বলেছে কোনো অভিমান নেই আমাদের উপরে।ও আমাদেরকে আজও ভালোবাসে যে..!" বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে ইন্দ্রনীল। ওনাদের মুখে হাসি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাতই পাশ থেকে একজন এসে বলেন, "স্যর,মিটিংয়ের সময় হয়ে গেছে? চলুন ... "

# ফুটবলের মহানায়ক!

অশোক পাল

লিওনেল মেসি মেসি মেসি
গগনভেদি চিৎকার করছে গ্যালারি
মেসি তো গো..ও..ল করে খুশি
কাতারে কাত কতনা রথী মহারথী!
লিওনেল মেসি মেসি মেসি
সাড়ে তিন দশকের অধরা ট্রফি
ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনার পর
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হোলো আর্জেন্টিনা মেসি!
লিওনেল মেসি মেসি মেসি
ফুটবলের ঈশ্বর পুত্র
দুপায়ের জাদুতে মগ্ন বিশ্ব
ফুটবল বশিভূত মেসির পদতলে!
লিওনেল মেসি মেসি মেসি
নানা পতকা নানান দেশের কতনা ফুটবলার
কিন্তু মেসি সেই ফুটবল মহানায়ক
দেশ কাল সীমা ছাড়িয়েছে তোমার গৌরব!

# এক জোৎস্না রাতে

আব্দুল করিম

একদিন জ্যোৎস্না রাতে
গোবিন্দপুর গ্রাম পার হয়ে
নলদার মাটিতে পারাখলেম
কয়েক টুকরো চাঁদ তুলে
নিই কানা নদীর জল থেকে।
আপত্তি জানায়নি জ্যোৎস্না ,নদীর ঠোঁটের বাঁকে লেগেছিল একটু কৌতুক ধরা হাসির টুকরো।
অতীতের সিন্দুক খুলে রাখতে চাই। অভিমানী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তৈরি করব এক নব দিগন্তের উন্মাদনা।
ভবিষ্যতের আয়নাতে দেখব তোমার মুখ ,মুখের অবস্থান ,
অবশেষে বর্তমানের শহরের জমিতে পা রেখে দেখি রোজের চেনা ,এখানে ওখানে পথের ধারের ছবি ।
একদল ছাড়া কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে রয়েছে একত্রে
ভিখারীর ছোট্ট ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে হাজার টুকরো রুটির পাশে
দাঁড়িয়ে আমি লিখতে শুরু করব তাদের ধারাবাহিক বঞ্চনার ইতিহাস
এক প্রবুদ্ধ গাছের তলে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া গাছের আলো ছড়ানো
আবছা লাগা বৃত্তে আমার কলমের কালী নদীর মত
ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে
শত হারানো সেই স্মৃতি কলকল করে বয়ে চলেছে গঙ্গার বুক ধরে
মনভরানো সমুদ্রের পানে।

## ছড়া-ছড়ি

# রেলগাড়ি

আসগার আলি মণ্ডল

রেলগাড়ি রেলগাড়ি
কু-ঝিকঝিক
ছুটে চলে সব ফেলে
জায়গা সঠিক।
দূর থেকে বহু দূরে
মাঠ-ঘাট পেরিয়ে
সুযোগ পেলেই থামে
নেয় ঠিক জিরিয়ে।
আঁকা-বাঁকা রেলপথে
ছোটে ভোঁ-ভোঁ সুরেতে
কেউ নামে,কেউ ওঠে
কাছে কি বা দূরেতে।

# নববর্ষ

সুচিত চক্রবর্তী

নববর্ষে নতুন আবেগ
আশা, স্বপনের গান,
পুরনোকে বিদায় দিয়ে
উচ্ছ্বাসে মন, প্রাণ।
নতুন দিনে নতুন স্বপ্ন
আসুক অতীত ফিরে,
আগের মত মুক্ত জীবন
আসুক ধীরে ধীরে।
হিংসা ঘৃণা সরিয়ে দিয়ে
এবার শান্তি চাই,
ঐক্য, প্রীতি বন্ধনেতে
আমরা যে ভাই ভাই।

# নতুন বছর

ইলিয়াছ হোসেন

নতুন বছর আসে যখন
জরাজীর্ণ ভাগে,
সবার মনে নতুন রূপে
নতুন আশা জাগে।
নতুন ভোরে রক্তিম আলোয়
পুবের রবি ওঠে,
গোলাপ গাঁদা জুঁই চামেলি
ফুলের বাগে ফোটে।
ফুলের মতো সবার জীবন
হয় যেন মনোহর,
সুখ শান্তি হাসি আনন্দে
ভরে ওঠে ঘর।
দুর্নীতি ঘুষ কালোবাজার
দেশ থেকে হয় দূর,
যত আছে চাষের জমি
শস্যে হয় ভরপুর।
নতুন বছর বিশ্বে যেন
কোনো বিবাদ না হয়,
হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সবাই
কাঁধ মিলিয়ে রয়।

# নিউ ইয়ার

তাপস কুমার বর

নতুন বছর এলো আবার
একটি বছর ফেলে।
তেইশ গেলো কাঁদতে আবার
চব্বিশের আগমনে।
জীবনের একটি বছর
কেটে গেলো দিন গুনতে গুনতে।
নতুন বছর আসছে আবার
বরণ করে নিতে।
দিকে দিকে আনন্দের জোয়ার
তেইশ কেন কাঁদে?
এই পৃথিবীর নিয়ম এমন
থাকে না চিরকাল সঙ্গে।
হাসি খুশি দুঃখ বৃথা
তেইশ গেলো কেঁদে।
নতুন বছরে কত আশা
ভবিষ্যতের স্বপ্ন--
প্রতি ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে তোল এক
বাক্যে।

# মা ভাত দে

মোহাম্মদ ওয়াসিম

মলিন পোশাকের পুরুষ বাবা
জমির ধান, গম খাই দাই
বন্যা এলো দুর্ভিক্ষ নিয়ে
বাবার ঘরে চাল ফুরায়।
বছর গেলো মহামারী এলো
বাবা হলো অসুস্থ
দায়িত্বের বাজার যখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে
তার ছেলে হলো মস্তবড়।
সন্ধ্যা গড়িয়ে মধ্যে রাতে
বাড়ির উঠানে বাবার মৃত দেহ।
বাড়িতে মা আমি বোন ষোলোআনা হারিয়ে
কষ্টের ঝোলা হাতে নিয়ে বুক পেতে দাড়িয়ে।
সকাল হলো দিন বাড়লো
পেট জানেনা বাবা নেই ,
মা ভাত দে , ভাত খাবো।
কাঠাতে চার পাঁচ টা চাল
হাড়িতে টকবক জল
চুলোই রান্না হয়না ভাত,
রান্না হয় গরম জল।
মা ভাত দে, মা ভাত দে ভাত খাবো!

# ঘুমন্ত আত্মা

সুরাবুদ্দিন সেখ

পূর্ণিমার দেশে কন্টকযুক্ত মরুতে গভীর নিদ্রায় শায়িত আমার আত্মা,
অক্ষত নিথর দেহ পড়ে আছে এ জগতে,তাদের মতোই আমি।
এ বসুন্ধরা আমার না,আমি এ জগতের নাগরিক না
আমার সূর্য,আমার স্বপ্নের তরী নিশ্চল!
আমার সাথে ঘুমিয়ে আমার বাতাবরণ,
এই নিথর দেহ শুধু তোমার জন্য অনেক কিছুই পারে।
সেই কবে নিদ্রায় গিয়েছ নতুনত্বের জন্য
আমি আশার আলোর জন্য মহানন্দে ধৈর্য্য ধারণ করেছিলাম
ঠিকানাহীন স্থানে কেমন আছো আমি বেমালুম !
আমি পথ ধরে হেঁটেই চলেছি তোমার অনুসন্ধানে,তোমার প্রতিচ্ছবি ভাসে।
খেজুর গাছের নীচে কাফনের কুণ্ডলীর ভিতর বিশ্রাম করছো
কত নিশাচর প্রেতাত্মা পাখি বাদুড় ও হায়েনা...
তুমি ঘুমিয়ে নরক রাজ্যে,
তোমার হৃদয় ও চোখে পড়ে না নরক চিত্রের ছায়া
জানি না তুমি কত নিরাপদ!
খোঁজ পেলে দাঁড়িয়ে থাকবো নরক রাজ্যের সীমানার বাইরে
জেগে ওঠার পর খুব জলদি আমার শরীরে ঠাঁই নিও
না হলে হয়ত মৃত্যুর ফেরেশতা নিয়ে যাবে না ফেরার দেশে,
তখন আমার অক্ষত শরীরও মিশে যাবে মাটির সঙ্গে।

# সৌদিতে তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজাতে না দেওয়ায় সুপার কাপ স্থগিত

**আপনজন ডেস্ক:** সৌদি আরবে তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজাতে না দেওয়া এবং আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্কের স্লোগানসংবলিত টি-শার্ট পরতে না দেওয়ার অভিযোগে তুর্কি সুপার কাপ স্থগিত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি, গার্ডিয়ানসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে এ খবর।
১৯৬৬ সাল থেকে তুরস্কের ঘরোয়া দুই ফুটবল টুর্নামেন্ট তুর্কি সুপার লিগ ও তুর্কি কাপের চ্যাম্পিয়ন দুই দল নিয়ে এক ম্যাচের তুর্কি সুপার কাপ আয়োজিত হয়ে আসছে।
বেশির ভাগ ম্যাচই হয়েছে নিজেদের মাঠে। এর আগে যে চারবার বিদেশে হয়েছে, এর মধ্যে তিনবার জার্মানিতে এবং একবার কাতারে। এবার ছিল তুর্কি সুপার কাপের ৫০তম আসর। আর এবারই প্রথম খেলা হওয়ার কথা ছিল সৌদি আরবে। কিন্তু অংশ নিতে চলা দুই ক্লাব গ্যালাতাসারাই ও ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের সৌদি কর্তৃপক্ষ তুরস্কের জাতীয় সংগীত গাইতে না দেওয়ায় এবং গা গরমের সময় কামাল আতাতুর্কের স্লোগানসংবলিত টি-শার্ট পরতে না দেওয়ায় তাঁরা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান; যদিও আয়োজকেরা দাবি করেছেন, ক্লাব দুটি ম্যাচের নিয়মকানুন মানেনি। গত রাতে স্থগিত হয়ে যাওয়া ম্যাচ কবে, কোথায় হবে, এ ব্যাপারে এখনো কিছু জানায়নি তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন (টিএফএফ)।
তুরস্কের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গতকাল রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে সৌদির রাজধানী রিয়াদের আল-আউয়াল পার্ক স্টেডিয়ামে তুর্কি সুপার কাপ হওয়ার কথা ছিল। ২৫ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে প্রচুর দর্শকসমাগমও হয়েছিল। কিন্তু সৌদি কর্তৃপক্ষ গ্যালাতাসারাই ও ফেনেরবাচের চাওয়া পূরণ না করায় ক্লাব দুটি যৌথভাবে না খেলার সিদ্ধান্ত নেয়।
তুরস্কের সংবাদমাধ্যমগুলো আরও জানিয়েছে, শুধু জাতীয় সংগীত গাইতে না দেওয়া এবং কামাল আতাতুর্কের বিখ্যাত স্লোগান 'ঘরে শান্তি থাকলে বাইরেও শান্তি'-সংবলিত টি-শার্ট পরতে বারণ করাই নয়, দর্শকদের তুরস্কের জাতীয় পতাকা নিয়েও স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।
আয়োজক কর্তৃপক্ষ তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজাতে দেয়নি আয়োজক কর্তৃপক্ষ তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজাতে দেয়নিএক্স টিএফএফ অবশ্য সুপার কাপ স্থগিতের নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংস্থাটি লিখেছে, 'প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সমস্যার কারণে ২০২৩ সুপার কাপ স্থগিত করা হয়েছে। ক্লাব দুটির সঙ্গে আলোচনার পর খেলাটির নতুন তারিখ জানানো হবে।'
গ্যালাতাসারাই ও ফেনেরবাচেও যৌথ বিবৃতিতে ম্যাচ স্থগিতের নির্দিষ্ট কারণ জানায়নি।
তবে সৌদির রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, দল দুটি নিয়মকানুন না মানার কারণে খেলা বাতিল করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, 'আমরা আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ম অনুযায়ী যথাসময়ে ম্যাচ আয়োজনের অপেক্ষায় ছিলাম। নিয়মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, মাঠে কোনো স্লোগান ব্যবহার করা যাবে না। ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক বৈঠকেও তুর্কি ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।'
দর্শকদের তুরস্কের পতাকা নিয়ে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি
দর্শকদের তুরস্কের পতাকা নিয়ে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নিএক্স আয়োজক কর্তৃপক্ষ, তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাব দুটি ম্যাচ স্থগিতের নির্দিষ্ট কারণ খোলাসা না করলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্স মনে করছে, তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তপ্ত সম্পর্কের কারণে এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ২০১৮ সালে তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিশ্বজুড়ে আলোচিত সেই হত্যাকাণ্ডের দায় দেওয়া হয় সৌদি যুবরাজ ও দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানকে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করে, সালমানই খাসোগিকে হত্যার নির্দেশ দেন। দুই দেশের শীতল সম্পর্কের বরফ গলাতে এ বছরের জুলাইয়ে সৌদি সফরে গিয়েছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। দুই দেশের শীতল সম্পর্কের বরফ গলাতে এ বছরের জুলাইয়ে সৌদি সফরে যান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। সে সময় দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি সই হয়। তুরস্কের কাছ থেকে ড্রোন কেনারও ঘোষণা দেয় সৌদি আরব। সৌদিতে প্রথমবার তুর্কি সুপার কাপ আয়োজনের দুয়ারও তখন খুলে যায়। কিন্তু কাল ম্যাচ স্থগিতের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্কে যেন নতুন করে ফাটল ধরল।

# ভুল শুধরে ছন্দে ফিরতে চায় ভারত

**আপনজন ডেস্ক:** দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের রেকর্ড নেই ভারতের। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে ইতিহাস বদলের সুযোগ ছিল স্কাই ব্লুদের। তবে রেকর্ড গড়া তো দূরের কথা, সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে প্রোটিয়াদের কাছে পাত্তাই পায়নি ভারত। হেরেছে এক ইনিংস এবং ৩২ রানের ব্যবধানে। শুরুটা রাঙাতে না পারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের ভুল শুধরে জয়ে ফেরার প্রত্যয় জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।
সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে প্রথম ইনিংসে ২৪৫ রান তোলে ভারত। জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৪০৮ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৭৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ভারত এবার দুইশ'র কোঠাও পেরোতে পারেনি। অলআউট হয় ১৩১ রানে। এতে ইনিংস ব্যবধানের জয় পায় প্রোটিয়ারা। আগামী ৩রা জানুয়ারি কেপটাউনে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট।
শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজ ড্র করতে চায় ভারত। ম্যাচ শেষে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, 'আমরা (সেঞ্চুরিয়নে করা) ভুলগুলো শুধরে নেব। ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন করব। যদিও হারের পর ফেরা কঠিন, তবে খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের এই সময়গুলো পাড় করতেই হয়। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'
নিজের নেতৃত্বে ভারতের সবচেয়ে বড় হারের স্বাদ পেয়ে অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে বাজে ব্যাটিং করেন তারা। রোহিত বলেন, 'আমরা যথেষ্ট ভালো করতে পারিনি। কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে বাজে ব্যাটিং করেছি। এই মাঠের সঙ্গে পরিচিত আমরা। এই কন্ডিশন নিয়ে অবগত রয়েছি। তবে ম্যাচে ব্যাটাররা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। দুই ইনিংসে ভালো করতে পারিনি বলেই আমরা হেরেছি।' দ্বিতীয় ইনিংসে সুবিধা করতে না পারলেও প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকান কেএল রাহুল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৬ রান করা বিরাট কোহলি প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩১ রান। এছাড়া ভারতের বাকিদের কেউ তেমন সুবিধা করতে পারেননি। দুই ব্যাটারের প্রশংসা করে রোহিত শর্মা বলেন, 'কেএল রাহুল ভালো করেছে। বিরাট কোহলি দুর্দান্ত ছিল। তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স জয়ের জন্য যথেষ্ট হয় না, দলীয় পারফরম্যান্সের অভাব ছিল আমাদের।'
ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে শেষের ৭ ব্যাটার- শ্রেয়াস আইয়ার, কেএল রাহুল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দুল ঠাকুর, জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ এবং প্রসিধ কৃষ্ণা মিলে ১৬ রান তোলেন। টেস্টে ভারতের কোনো ইনিংসে পাঁচ বা তার পরের ব্যাটারদের তৃতীয় সর্বনিম্ন সংগ্রহ এটি। ১৯৮৪ সালে লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে এক ইনিংসে ভারতের শেষ সাত ব্যাটার করেছিলেন ১৩ রান। সেটিই সর্বনিম্ন সংগ্রহের রেকর্ড। ১৯৭৯ সালে কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসে মোট ১৫ রান করেছিলেন ভারতের শেষ সাত ব্যাটার। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে ভারতের দুই ইনিংসে ছন্দ দেখান দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি পেসাররা। অভিষিক্ত নন্দ্রে বার্গার এবং মার্কো ইয়ানসেন দুই ইনিংসে নেন মোট ১১ উইকেট। এতে একশ' বছরের পুরনো একটি রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি হয়। ১৯২৩ সালে কেপটাউনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের পর এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি পেসাররা এক টেস্টে ১১ উইকেট পেলেন। চলমান দুই ম্যাচের সিরিজের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় আট টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। সবকটি জিতেছে স্বাগতিকরা। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২৪টি টেস্ট খেলে ভারত জয় পেয়েছে মাত্র চারটিতে। ১৩ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার। বাকি সাত টেস্ট ড্র হয়।

# টেস্ট অভিষেকেই অধিনায়কত্ব করার বিরল কীর্তি গড়তে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার নিল ব্র্যান্ড

**আপনজন ডেস্ক:** এখনো দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে কোনো সংস্করণেই আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি নিল ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডই কিনা আসছে ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্বে দেবেন! ৫০ বছরের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট অভিষেকেই অধিনায়কত্ব করতে যাচ্ছেন এই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান। দলের টেস্ট অভিষেকে যাঁরা অধিনায়ক ছিলেন, তাঁদের বাদ দিয়েই এই হিসাব করা। সেই হিসেবে গত ৫০ বছরে এই 'কীর্তি' ছিল শুধু নিউজিল্যান্ডের লি জার্মানের। ১৯৯৫ সালে টেস্ট অভিষেকেই ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। টেস্ট ইতিহাসে ৩৪ জন খেলোয়াড় অভিষেকেই অধিনায়ক ছিলেন। তাঁদের ১১ জনের অভিষেক ও দলের অভিষেকও একই ম্যাচে ছিল। পাকিস্তানের অভিষেক টেস্টেই শুধু অধিনায়কের অভিষেক হয়নি। দলটির অধিনায়ক আবদুল হাফিজ কারদার যে আগেই ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন। আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। যে দলে চলমান ভারত সিরিজে খেলা তিনজন ক্রিকেটার আছেন–কিগান পিটারসন, ডেভিড বেডিংহাম ও জুবায়ের হামজা। তাঁদের মধ্যে হামজা আবার দলে ঢুকেছেন চোটে পড়া টেম্বা বাভুমার বদলি হিসেবে। ভারত সিরিজের বেশির ভাগ ক্রিকেটার নিউজিল্যান্ড সিরিজে না থাকার কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ (এসএটি২০। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ঘরোয়া টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে জানুয়ারির ১০ তারিখে। এ টুর্নামেন্টের অংশ হওয়ার কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন না নিয়মিত অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা, এইডেন মার্করাম, ত্রিস্তান স্টাবস, কাইল ভেরেইনা, মার্কো ইয়ানসেন, উইয়ান মুল্ডার, জেরাল্ড কোয়েৎজি, টনি ডি জর্জি, নান্দ্রে বার্গার, কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিডি ও কেশব মহারাজ। ডিন এলগার এই টুর্নামেন্টে খেলবেন না, তবে তিনি ভারত সিরিজ শেষে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘোষিত দলে এখনো আটজনের টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। সব মিলিয়ে তাঁদের ৫০ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা। এই স্কোয়াডের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হলেন ডুয়ান অলিভিয়ের। ২০১৭ সালে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ১৫টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। পিটারসনের ১২ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। ব্র্যান্ড প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বেশ অভিজ্ঞ। ৫১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৬ শতক ও ২০ অর্ধশতকে তাঁর রান ২৯০৬। গড় ৩৯.২৭।

## বর্ষসেরা গার্দিওলার ধারেকাছেও নেই আনচেলত্তি-ক্লপরা

**আপনজন ডেস্ক:** ২০২৩ সালে বর্ষসেরা ক্লাব কোচ কে? এ নিয়ে অবশ্য মনে হয় না খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন আছে। বিশেষ কোনো অঙ্ক কষা ছাড়াই এ বছর পাঁচ শিরোপা জেতা পেপ গার্দিওলার নাম বলে দেওয়া যায়। ফুটবলের ইতিহাস ও রেকর্ড সংরক্ষণে সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসও (আইএফএফএইচএস) ২০২৩ সালের সেরা ক্লাব কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে গার্দিওলাকে। এ বছর গার্দিওলা কতটা দাপুটে ছিলেন, তা আরও বেশি বোঝা যাবে আইএফএফএইচএসের দেওয়ার রেটিংয়ে তাকালে। ২৮১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সবার ওপরে এই স্প্যানিশ কোচ। পয়েন্টের দিক থেকে তালিকায় গার্দিওলার ধারেকাছেও নেই অন্যরা।

# ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হচ্ছে না কোয়েৎজির

**আপনজন ডেস্ক:** কেপটাউনে আগামী ৩ জানুয়ারি সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। শ্রোণিতে প্রদাহের কারণে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ড কোয়েৎজি। দক্ষিণ আফ্রিকা এখনো তাঁর বদলি খেলোয়াড় হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করেনি।
সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে এই চোট পান কোয়েৎজি। ইনিংস এবং ৩২ রানের জয়ে সেই টেস্ট জিতে দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার বিবৃতিতে বলা হয়, সেঞ্চুরিয়নে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে 'বোলিংয়ের সময় (চোট) আরও গুরুতর হয়।'
শুক্রবার স্ক্যানের পর ২৩ বছর বয়সী এ পেসারের চোটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
স্বাগতিকদের টেস্ট দলের কোচ কনরাড সুকরি 'প্রাথমিক সতর্কতা' হিসেবে কোয়েৎজিকে স্কোয়াডের বাইরে রেখেছেন। তবে আগামী ১০ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া এসএ ২০ (ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট) টুর্নামেন্টে কোয়েৎজি খেলতে পারবেন কি না, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।
তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৫ ওভার বল করেন কোয়েৎজি। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় ফিল্ডিং করেন ত্রিস্তান স্টাবস। প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চোট পেলেন কোয়েৎজি। এর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ব্যাটিংয়ে তাঁর বদলি হিসেবে জুবায়ের হামজাকে ডেকেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, এর পাশাপাশি ত্রিস্তান স্টাবস তো আছেনই।
তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াডে দুজন ফাস্ট বোলার আছেন, যাঁদের মধ্য থেকে কাউকে কোয়েৎজির জায়গায় খেলানো হতে পারে। লুঙ্গি এনগিডি চোট কাটিয়ে উঠলেও প্রথম টেস্টে তাঁকে নির্বাচকেরা নেননি। কারণ, ম্যাচ ফিটনেস তখনো পুরোপুরি ফিরে পাননি এনগিডি। অলরাউন্ডার উইয়ান মোল্ডারও আছেন।
তবে কেপটাউনের উইকেট স্পিনারদের প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় কোয়েৎজির জায়গায় কেশব মহারাজকে খেলাতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা।
সেঞ্চুরিয়নে কোয়েৎজি দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে রান দেন সবচেয়ে বেশি। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ২১ ওভার বল করে ১০২ রানে ১ উইকেট নেন কোয়েৎজি।

## ভন বললেন, 'ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি'

**আপনজন ডেস্ক:** ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের একজন মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক সুযোগ পেলেই ভারতীয় দলকে ধুয়ে দেন।
সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারার পর আবারও ভারতের সমালোচনা করেন ভন। তাঁর মতে, ক্রীড়াবিশ্বে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি।
২০২৩-২৪ মৌসুমের জন্য সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার ফক্স ক্রিকেটের ধারাভাষ্য প্যানেলে যুক্ত হয়েছেন ভন। অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান টেস্ট সিরিজ দিয়েই তিনি কাজ শুরু করেছেন। গতকাল মেলবোর্ন টেস্টের চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্নভোজ বিরতির সময় ফক্স ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট নিয়েও আলোচনা হয়। সে আলোচনা পর্বের সঞ্চালক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান মার্ক ওয়াহ।
টিভি স্ক্রিনে ওই ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর দেখাতেই ভন ওয়াহকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার কি মনে হয় না বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি?' জবাবে ওয়াহ হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি চাপে পড়ে গেলাম। এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন? আপনার কী মনে হয়, কেন (ভারতের অর্জন কম)?'

# সবার ওপরে থেকেই বছর শেষ হচ্ছে রোনাল্ডোর

**আপনজন ডেস্ক:** ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে মরক্কোর কাছে হেরে পর্তুগালের বিদায়ের পর অনেকেই ধরে নিয়েছিল ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর রাজত্ব বোধ হয় শেষই হয়ে গেল। কিন্তু মাত্র এক বছরের মধ্যে সেসব ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থান (৫৩ গোল) নিয়েই বছর শেষ করতে যাচ্ছেন রোনাল্ডো। এ তালিকায় শীর্ষে ওঠার পথে রোনাল্ডো পেছনে ফেলেছেন হ্যারি কেইন, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আর্লিং হলান্ডের মতো তারকাদের। এমবাপ্পে ও কেইনের ৫২ গোল নিয়ে বছর শেষ করেছে। আর হলান্ড করেছেন ৫০ গোল। আজ রাতে শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির স্কোয়াড থেকে হলান্ড ছিটকে যাওয়ার কারণে নিশ্চিত হয়েছে রোনাল্ডোর শীর্ষে থাকা। শেফিল্ডের বিপক্ষে হলান্ডের না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। দলের চোটের অবস্থা নিয়ে জানতে চাইলে গার্দিওলা বলেছেন, 'শেষ ম্যাচের পর কিছুই বদলায়নি। আগের চোটাক্রান্ত খেলোয়াড়েরা তো আছেনই, সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জন স্টোনসও।' হলান্ড না থাকায় এ বছর তাঁর গোলসংখ্যা আর না বাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত। তবে রোনাল্ডো চাইলে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে এ বছর নিজের গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন। আজ রাতে সৌদি প্রো লিগে আল তাউনের বিপক্ষে মাঠে নামবে আল নাসর।

*দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলছে ভারত। সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের বিশ্লেষক ও ধারাভাষ্যকারের দায়িত্বে থাকা ইরফান পাঠানও গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। দেশটিতে কখনোই টেস্ট সিরিজ জিতে না পারা ভারতীয় দলকে ম্যাচ শুরুর আগে এভাবেই শুভকামনা জানিয়েছেন পাঠান।*

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**